

थिविति किल





PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 315 Issue ● 24 November, 2021, Wednesday ● ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

তৃণমূলের ভোট পিছানোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. সকালে অবমাননার আবেদন সংস্থার নজরে আনা হয়েছে, তার **আগরতলা, ২৩ নভেম্বর**।। ত্রিপুরার পুর ও নগর ভোট পিছিয়ে দেওয়ার তৃণমূলের দাবি নাকচ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ভোট পিছিয়ে দেয়া একেবারে অন্তিম এবং চুডান্ত ব্যবস্থা। তবে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য। একই নির্দেশ পুলিশকে ১১ বলেছে, নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া শেষ নভেম্বরেও এই আদালত এবং চুড়ান্ত ব্যবস্থা হতে পারে। দিয়েছিল। বুধবার সকালের মধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে পুলিশকে মিটিং করতেও নির্দেশ দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বোচ্চ আদালতের ১১ তারিখের নির্দেশ পালিত হচ্ছে না এই অভিযোগ নিয়ে আদালত অবমাননার আবেদন জমা করেছে, তার শুনানিই ছিল মঙ্গলবারে। তখন উপায়ে নিশ্চিত করা ২) তৃণমূলের আইনজীবী এই ভোট আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার যে পিছিয়ে দেয়ার দাবি রাখেন। সমস্ত খবর আইন প্রয়োগকারী প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আগরতলায়

শুনানিতে এলে, তৃণমূলের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্তা এবং গোপাল শঙ্করনারায়ণ কাতর আবেদন রাখেন পুর ভোট পিছিয়ে দেয়ার জন্য। ২০১৩ সালের ২৮ জুন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন সুপ্রিম কোর্ট পিছিয়ে দিয়েছিল, এই উদাহরণ সামনে আনেন। আদালত গণতান্ত্রিকতায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আদালতের হাত দেয়ার গুরুতর প্রভাব থাকে। " নির্বাচন পিছিয়ে না দিয়ে. আবেদনকারীর আইনজীবী যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তার জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে, ১) পুর নির্বাচনের বাকি প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলিত

জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।" "আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের কী অবস্থা. আদালতকে তা জানানোর জন্য ত্রিপরা সরকারের পক্ষে থাকা বরিষ্ঠ আইনজীবী মহেশ জেঠমালানিকে আদালতকে বলেন যে বিবৃতিটি জম্মু-কাশ্মীরে বাহিনী মোতায়েনের

সিআরপিএফকে নির্দেশ দিয়েছে . তাদের থেকেই তিন কোম্পানি সিআরপিএফ দেওয়ার জন্য।রাজ্যে এখন তিন ব্যাটে লিয়ন সিআরপিএফ আছেন, মোট ১৮ কোম্পানি, প্রতি কোম্পানিতে নয়টি করে সেকশন। মোট ১৭ কোম্পানি নির্বাচনের কাজে দেয়া হয়েছে। আগরতলায় আরও ১২ সেকশন নির্বাচনের কাজে আনা হবে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে ডিজিপি এবং ল-অর্ডার আইজিপি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে আধা সামরিক বাহিনী কতটা কী লাগবে, তা নিয়ে মিটিং করবে। হিসাব-নিকাশ করে প্রয়োজন হলে সিআরপিএফকে, দরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানাতে হবে। সেরকম অনুরোধ শান্তি, নিরাপতা এবং শুঙালাবদ্ধ নির্বাচন করার জন্য বিবেচনা 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

যে ঘরে সাংবাদিক সম্মেলন

করেছেন বিজেপি বিধায়ক এবং

দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা সুদীপ রায়

বর্মণ, আশিস কুমার সাহা — সেই

घरत विभाल व्यानारत लागारना

ছিলো খোদ সুদীপ রায় বর্মণের

ছবিই। পাশে লেখা ছিলো আরও

ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য। স্বামী

বিবেকানন্দের বাণী — যেখানে

স্বামীজি বলছেন ... 'তিনি অনস্ত

এবং সব শক্তি তোমার ভিতরে

আছে, তুমি সবকিছুই করতে পার'।

বিজেপি বিধায়ক এবং বিজেপির

একনিষ্ঠ কার্যকর্তার সাংবাদিক

বৈঠকের ব্যানারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদি কিংবা দলের সভাপতি জে

পি নাড্ডার ছবি স্থান পায়নি।

সুদীপবাবু এটাকে যতই কাকতালীয়

বলে হাসির জাদুতে সাংবাদিকদের

অবশ করার চেষ্টা করুন না কেন

ভোটের মুখে বিজেপিকে প্রায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। সরব প্রচার শেষে বাইরের কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি আর থাকতে পারবেন না। সেই এলাকার ভোটার। না হলে থাকা যাবে না, এই নিয়মের কবলে পড়ে আগরতলা থেকে প্লেন বোঝাই তৃণমূল নেতারা ফিরে গেলেন বিকালে। তৃণমূল মূলত পশ্চিমবঙ্গের নেতা নির্ভর হয়েই ত্রিপুরায় দল চালাচ্ছে। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েই রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া শিলচরের সুস্মিতা দেব কলকাতার তৃণমূল নেতাদের প্রাথমিক ঢেউয়ে পরে ত্রিপুরায় স্থায়ী ক্যাম্প পেতেছেন। যেহেতু তিনিও এখানকার ভোটার নন, তাকেও রাজ্য ছাড়তে হয়েছে, তিনিও কলকাতায় ফিরে গেছেন। রাজ্যে পড়ে রইলেন একমাত্র স্থানীয় নেতা নিধিরাম সুবল ভৌমিক। তার বাড়ির তৃণমূল অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা সবাই ফেরত চলে যাওয়ায়, তিনি এখন অফিস সামলাবেন, না রাস্তায় ঘুরে ভোটের নজরদারি করবেন, নাকি কৌশল সাজাবেন। একসাথে নানা জায়গায় সমস্যা হলে, যাবেন কোন্ দিকে ! আবার তিনি এই প্রথম ক্ষমতা হাতে পেলেন। এতদিন ছায়ায় ঢাকা পড়েছিলেন, ভোট শেষ হলে আবারও পড়বেন, এই সুযোগ আপাতভাবে ফিল্ড মার্শাল হওয়ার। থানায় তৃণমূল কর্মীদের টেনে নেওয়া হলে, কুণাল ঘোষদের অবরোধ, সত্যাগ্রহ, পুলিশের সাথে কথার ফাঁদ চালিয়ে যাওয়া, সুবলবাবু এমন প্রয়োজনে এখন কোথায় যাবেন একা! তাকে অন্তত তিনদিন এভাবেই চালাতে হবে। সুস্মিতা দেব'রা আবার ২৮ তারিখের আগে আসবেন। তৃণমূলের ঝাঁঝ দেখানোর লোক এখন নেই রাজ্যে। সুবল ভৌমিক আগেও তৃণমূলে গেছেন একাধিকার, তবে তখন তার সাথে কংগ্রেসের অন্য সাথীরা ছিলেন। • এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারি কমচারাদের জন্য সুখবর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যুনতম বেতন বাড়তে চলেছে সরকারি কর্মচারীদের। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নগুলি দীর্ঘদিন ধরে ন্যুনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে ২৬, ০০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। সুত্রের খবর, মোদি সরকার অবশেষে তা মেনে নিতে চলেছে। আগামী বাজেটের আগেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। সত্র অনুযায়ী বেসিক পে ৩.৬৮ শতাংশ বাড়তে চলেছে। আগামী বাজেটে এর জন্য অর্থ বরাদ্দও করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, অন্তত ৮ হাজার টাকা বাড়তে চলেছে ন্যুনতম বেতন। ২০১৭ সালের জুন মাসেই সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশে সিলমোহর দিয়েছিল কেন্দ্র। সুপারিশ অনুযায়ী বেসিক পে ৭০০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা হতে চলেছে।

হয়ে গেলেন

একজন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এই ব্যাপারে স্বাক্ষর করা বিবৃতি জমা দিতে। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ের ইন্সপেক্টর জেনারেল অরিন্দম নাথ, পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ভি এস যাদব বিবৃতি জমা দিয়েছেন।"বলেছে আদালত। জয়দীপ গুপ্তা

থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে নির্বাচনের জন্য আরও তিন কোম্পানি সিআরপিএফ জওয়ান চাওয়া হয়েছিল। যাইহোক,

অরুণের 'তালিবানি

কায়দা' আদালতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্ব।। বিজেপি বিধায়ক সিনিয়র অ্যাডভোকেট অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের 'তালিবানি কায়দায়' তৃণমূল নেতাদের বিমানবন্দরে আক্রমণ করার আহানের অভিযোগ পৌঁছে গেছে সুপ্রিম কোর্টেও। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিক্রম নাথ'র বেঞ্চে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের আদালত অবমাননার অভিযোগের শুনানি। বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারকে ১৮ আগস্টে অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের দেওয়া ভাষণ বিষয়ে স্পন্তীকরণ দিতে বলেছে। বিধায়ক কি এই বক্তব্য রেখেছেন ? যদি দিয়ে থাকেন, তবে তার বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করেছেন বিচারপতিরা। সরকার পক্ষের আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সুদীপবাবু। বিধায়ক আবাসে তার নেতা এবং শিশুসুলভ নেতৃত্বের বৈঠকখানায় এখনও ঝুলছে বিরুদ্ধে। তবে ইঙ্গিতপূর্ণভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন এক নং বিধায়ক আবাসের

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। সহজ ভাষায় বললে লাইনটির মানে দাঁড়ায় --- উনার দিন ফুরিয়ে অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি এসেছে। হাতেগোনা আর জে পি নাড্ডার ছবি। এই মুহূর্ত



কয়েকদিন! মঙ্গলবার শাসক দলের 'বিতর্কিত' বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ নিজের সরকারি আবাসে বসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টত বললেন — ' হিজ ডেইজ আর নাম্বার্ড'। নাম না করে রাজ্যের ফল করবে এমনটাও আশা প্রকাশ

পর্যন্তও গর্বের সঙ্গে এবং দর্পের সঙ্গেই বলছেন, তিনি বিজেপির একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং যা বলছেন বিজেপির স্বার্থেই বলছেন। পুরভোটে তার দল বিজেপি ভালো

> করে নজরদারি করা হচ্ছে। পুর নির্বাচন ঘোষণার পর ৫৭টি হয়েছে। ৮৮ জন ঝামেলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪৩৩ জনকে প্রতিরোধমূলক গ্রেফতার করা হয়েছে।ক্যুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। ১২৩টি নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। পুলিশ দাবি করেছে, প্রতিটি রাজনৈতিক প্রোগ্রামে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। পুলিশের অনুমতি নিয়ে যে প্রোগ্রাম করা হয়নি। তৃণমূল এবং সিপিআই(এম) আগে দাবি করেছে যে, পুলিশের

এরপর দুইয়ের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিয়েছেন স্করেন। তার ক্ষোভ শুধু প্যারাট্রপ নিৰ্ভয়ে, স্বাধীনভাবে ভোট দিন ঃ পুলিশ

প্র**িতবাদী কলম প্রতিনিধি**, গাড়িও চালু থাকরে। ত্রিপুরা পুলিশ সিআরপিএফ জওয়ান থাকবেন। এলাকাকে ঝুঁকিপুর্ণ বলে চিহ্নিত পাশাপাশি দুই বা তার বেশি মোটর

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। পশ্চিম প্রধানের অফিস থেকে এক প্রেস ত্রিপুরার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র এলাকায় বিলিজে আবেদন করা হয়েছে, অসামাজিক ব্যক্তি এবং অপরাধীরা ভোটাররা যেন নির্ভয়ে, স্বাধীনভাবে শান্তি ভঙ্গ, অবৈধ জমায়েত করতে ভোট দিতে যান। অবাধ এবং সুষ্ঠ পারে, এই আশঙ্কায় জেলা শাসক নির্বাচন নিশ্চিত করতে পুলিশ দেবপ্রিয় বর্ধন ২৬ নভেম্বর বিকাল ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছে। বলা চারটা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম হয়েছে, মোট ৬৪৪টি ভোট কেন্দ্রে এলাকা ও জিরানিয়ার ১০ নম্বর ভোট নেওয়া হবে। ৩৭০ কেন্দ্র 'এ' ওয়ার্ডে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। ক্যাটাগরিতে,২৭৪ কেন্দ্র 'বি' পাঁচ বা তার বেশি জনের জমায়েত ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। নয়, সভা নয়, ইত্যাদি নিষেধ করার প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে প্রতিটি কেন্দ্রে ৪ টিএসআর জওয়ান এবং বাইক, গাড়ি একসাথে চলাফেরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৪ সশস্ত্র পুলিশ কর্মী করতে পারবে না। তবে বিয়ে বাড়ি, থাক বেন। আগরত লার ক্ষেত্রে কোর্টের নির্দেশের পর অতিরিক্ত জন্মদিন, ধর্মীয় কাজ, সাধারণ এ-ক্যাটাগরিতে ৫ টিএসআর ১৫ সেকশন সিআরপিএফ

সব রিটার্নিং অফিসারের অফিসে

গার্ড বসানো হয়েছে। সব পর্যবেক্ষকের জন্য এসকর্ট এবং রাজনৈতিক মামলা নথিভুক্ত দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে। ৯৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৯৭ জন সিভিল সেক্টর অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। সব থানায় ২৫ জন করে টিএসআর জওয়ান দেওয়া হয়েছে। জেলা রিজার্ভে ৩০ জন করে দেওয়া হয়েছে। ৫০ সেকশন সিআরপিএফ জওয়ানকে সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলার জন্য

মোতায়েন করা হয়েছে। সুপ্রিম হয়েছে, সেখানে কোনও ঘটনা দোকান, বাজার, অফিস, শিক্ষা জওয়ান থাকবেন। স্ট্রং রুম ও আগরতলা পুর এলাকার জন্য অনুমতি নিয়ে করা জমায়েতেও প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে। যাত্রীবাহী সরকারি প্রেসে দুই সেকশন মোতায়েন করা হচেছ। ২৪৪ গন্ডগোল ● এরপর দুইয়ের পাতায়

উটসোর্সিং ফর্মুলায় নাজেহাল গ্রাহকর

গ্রাহকদের। রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের 'তাণ্ডব'-এ রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা সংশ্লিষ্ট নগরবাসীর। নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য মাসিক খরচা থেকে আলাদা করে অর্থ বাঁচিয়ে রাখতে হবে এখন থেকে। অনেকটা এরকমই অবস্থা

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। কোনোও সুনির্দিষ্ট বাড়ি থেকে আউটসোর্সিং-এর ঠেলায় এবার টেলিফোন পেয়ে 'সার্ভিসিং'-এর প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা সাধারণ জন্য ছুটে যান, তাহলেই যে সেসব বাড়িতে বিদ্যুৎ বিল্রাট দূর হয়ে যাবে, তার কোনোও গ্যারান্টি নেই।কারণ নিগমের তরফে নিযুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলছেন, দফতরের তরফ থেকে উনাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট সারানোর জন্য 👱 হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি শহর সরকারি কোনও বৈদ্যুতিন তার, এলাকার অন্তত কয়েক ডজন ঘটনা নাট - বল্টু সহ যদি সরঞ্জামের একসঙ্গে জড়ো হওয়ায়, উপরের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা 'পার্টি'কে ভাবনাগুলো এখন বিভিন্ন মহলে কিনে দিতে হবে! এই ভূতুড়ে নিয়ম ঘোরাফেরা করছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ অঘোষিতভাবে চালু হয়ে গেছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিগমের কর্মীরা যদি শহরাঞ্চলের বিদ্যুৎ নিগমে। সরকারি কোনও সারিয়ে দেওয়ার কাজ সংশ্লিষ্ট পরিবেষায় যদি গাফিলতি হয় বা দফতরের। প্রতি মাসে সে কারণেই

গোলযোগ ধরা পড়ে, তাহলে তা মোটা করের টাকা গুনছে সরকার।



অথচ, গত কয়েক মাস আগে বহির্রাজ্য থেকে আগত এক-দুটো কোম্পানির কাছে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষ রীতিমতো 'সারেভার' করার পর এখন বিষয়গুলো পাল্টে গেছে। গত দুই পক্ষকাল ধরে এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে আসছে। সম্প্রতি নাগেরজলা ২৬নং পিলারের আশপাশের একটি বাড়ি থেকে মোট ১২০০ টাকার বৈদ্যুতিন তার কেনার বিল নিয়েছেন বিদ্যুৎ নিগমের তরফে নিযুক্ত কর্মীরা। অভিযোগ, গৃহকর্তা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। একইভাবে • এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যে বেলুড়মঠের উপাধ্যক্ষ মহারাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে যেসব ভক্তরা প্রতিদিন সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের জন্য আরো একটি



সুখবর। রাজ্যের বহুখ্যাত প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন-এর উদ্যোগে এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ পর্যন্ত একটি 'আলোকিত' অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের উপাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সহিতানন্দজী রাজ্য সফরে আসছেন। আগামী ২৮ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ পর্যন্ত তিনি রাজ্যে অবস্থান করবেন।

রাজ্যে অবস্থানকালে সিংহভাগ সময় তিনি ব্যয় করবেন আমতলির বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমে। এবারের যাত্রায় তিনি ভক্তদের 'মন্ত্র দীক্ষা' প্রদান করবেন। শুধু তাই নয়, যেকোনও স্তরের ভক্ত এবং ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের সঙ্গে তিনি সুনির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাত করারও অনুমতি প্রদান করবেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজীর রাজ্য সফর নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। যতটা খবর, এ মাসের ১৬ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত স্বামী সহিতানন্দজী বেলুড়মঠেই অবস্থান করবেন। তার আগের ১৫ দিন তিনি সারগাছিতে ছিলেন। আগামী ২৮ তারিখ বেলুড়মঠ থেকে রাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন তিনি এবং ১৯ ডিসেম্বর দুপুরে বেলুড়মঠে পৌছে যাবেন মহারাজ। আগামী কয়েকদিন পরেই, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মানুষ বেলুড়মঠের উপাধ্যক্ষের দর্শন এবং আশীর্বাদের জন্য বিবেকনগরে ভিড় জমাবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কারণ কুকুর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা থেকে কলকাতা ফেরার পথে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণে সমস্যায় পডল সায়নী ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিমান। দমদম বিমানবন্দরের রানওয়েতে হঠাৎ কুকুর ঢুকে পড়ায় অবতরণের মুখে ফের আকাশে উড়তে হয় বিমানকে। কুকুরটিকে সরিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট পর অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। দমদম বিমানবন্দর সূত্রের খবর, ইন্ডিগোর ওই বিমানটি আগরতলা থেকে কলকাতা আসছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছেছিল উডান। বিমানে সায়নী ছাড়াও ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, সৃস্মিতা দেব, অর্পিতা ঘোষের মতো তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, অবতরণের উদ্দেশ্যে বিমানের 'ল্যান্ডিং গিয়ার' (চাকা) বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঝাঁকুনি দিয়ে গতি বাড়িয়ে সেটি ফের উপরে উঠে যায়।চাকা গুটিয়ে নেওয়া হয়। তারই মধ্যে বিমানের পাইলট মাইকে ঘোষণা করেন রানওয়েতে কুকুর ঢুকে পড়ায় এটিসি (এয়ার ট্র্যাফিক 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সূত্রতবাবু। তিনি এদিন বলেন, সরকারকে আক্রমণ করেছেন, রাজ্য আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। গত দলের পৃষ্ঠাপ্রমুখ থেকে শুরু করে কয়েকদিন ধরে নাম না করেই শীর্ষ পদাধিকারী পর্যন্ত দলীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণদের বিরুদ্ধে তোপ দাগছিলেন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমার দেব। স্বদলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এমন প্রকাশ্য বিদ্রুপে অবাক না হয়েই রাজনীতির সচেতন নাগরিকরা বুঝে গিয়েছিলেন শীঘ্ৰই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। মঙ্গলবার সকালে এক নং বিধায়ক আবাসে সাংবাদিক সুদীপবাবুদের সম্মেলনের পর পরই বিজেপি কার্যালয়ে আহৃত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়ে দেন, পুরসভার ভোট মিটলেই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে দল। তার আরও বক্তব্য, দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপের যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। অনেকদিন ধরেই যে তারা দলবিরোধী কার্যকলাপ করছেন এই কথাও জানান

কাঠামোর মধ্য থেকে দলীয়

অনুশাসন মেনেই চলতে হয়। সুদীপবাবুরা সেই সীমা লঙ্ঘন করেছেন। শুধু তাই নয়, এদিন নিজেদেরকে বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে বার বার উল্লেখ করলেও দুই বিধায়ক যে সুরে রাজ্য

দলকে আক্রমণ করেছেন, সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে আক্রমণ করেছেন, তা বিরোধী দলের আন্দোলনের ক্ষেত্রকে আরও বেশি প্রসারিত করেছে। শাসক দলীয় দুই বিধায়কের গলায় বিরোধীদের সুর শোনা গেছে বলেও এদিন জানিয়েছেন সুব্রতবাবু। তার আরও বক্তব্য --- বিধায়করা বলেছেন, সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী বিজেপিতে ঢুকে হামলা হুজ্জতি করে বিজেপির বদনাম করছে। সুৱতবাবু বলেন, নিজেকে যখন দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন সে কারণে এই বিধায়কদেরও দায়িত্ব বর্তায় সেইসব সিপিএম হামলাবাজ ক্যাডারদেরকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। কিন্তু তা না করে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের বিরুদ্ধ

আলমিরা থেকে প্রশ্নপত্র উধাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মহারানী, ২৩ নভেম্বর।। বেহাল অবস্থা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার। কোথাও পরীক্ষার প্রশ্ন হারিয়ে থানার দ্বারস্থ কর্তৃপক্ষ, কোথাও আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রদের নির্ধারিত সময় থেকে কুড়ি মিনিট পরে প্রশ্নপত্র দেওয়া। এক কথায় নজিরবিহীন অচলাবস্থা। রাজ্যে বিজেপি"র ডবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে ছাত্র থেকে অভিভাবকরা রয়েছেন দৃশ্চিন্তায়। গেরুয়া তিলকধারী আনকোরা'রা স্কুল, কলেজের দায়িত্ব নিতেই প্রতি পদে সৃষ্টি করে চলছেন জটিলতা। ডায়ালগবাজ মন্ত্রী, সিদ্ধান্তহীন দফতরের গ্যাঁড়াকলে পড়ে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা যে অস্তমিত তার চিত্র ফুটে উঠছে সর্বত্র। জানা যায়, সোমবার রাধাকিশোরপুর থানায় এক জিডি এন্ট্রি করেন উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সুধন দেবনাথ। জিডি এন্ট্রিতে তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানান, কলেজের সেমিস্টার পরীক্ষার সেশানাল প্রশ্নপত্র হারিয়ে গেছে কলেজ চত্ত্বর থেকে। এই জিডি এন্ট্রি সূত্র ধরে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, নেতাজি সূভাষ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর থেকে। প্রতিটি বিষয়ে কুড়ি নম্বরের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমস্ত ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক/অধ্যাপিকারা প্রশ্নপত্র করে তা জমা দিয়ে দেন এগ্জমিনেশন কমিটির কনভেনার দেবাশীষ রায় চৌধুরী ও কমিটির কর্মকর্তা অঞ্জন পোদ্দারের কাছে। আরএসএস ঘনিষ্ট এবং বিজেপি''র অধ্যাপক সংগঠনের নেতা দু"জনই এখন আবার কলেজের কর্ণধার। তাদের ফরমান ছাড়া নাকি কলেজ চলে না। সোমবার কলেজ চলাকালীন সময়ে আচমকাই দু"জন অধ্যাপক নেতা অধ্যক্ষকে জানান, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া প্রশ্নপত্র তারা হারিয়ে ফেলেছেন। কোথায় হারিয়েছেন সেটাও নাকি ঠিকভাবে বলতে পারছেন না বলে অভিযোগ। আরএসএসের লাঠি হাতে রাখতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হারিয়ে ফেলার ঘটনায় তাজ্জব সকলে। যা অতীতে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে কোনোদিন ঘটে নি। দুই অধ্যাপক নেতার কথা মতো তড়িঘড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সূধন দেবনাথ সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে পুনরায় প্রশ্নপত্র দেওয়ার ফরমান জারি করেন বলে খবর এবং রাধাকিশোরপুর থানায় কলেজ চত্তুরে প্রশ্নপত্র হারিয়ে যাওয়ার বিষয় জানিয়ে জিডি এন্ট্রি করেন। যদিও তিনি জিডি এন্ট্রিতে সর্বৈব মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রশ্নপত্রের প্রুফ কপি হারিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রাধাকিশোরপুর থানায় যার জিডি এন্ট্রি নম্বর ৩২/ তারিখ-২২-১১-২০২১। এরপর দুইয়ের পাতায়

আদরের ডাক শুয়োরের বাচ্চা

যেভাবে তোপ দাগছেন দুই বিধায়ক

তা দলের 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। ভোটের দু'দিন আগে একজন শাসক দলের বিধায়ক যখন অটোচালককে কুকুর আর শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করে গালি দিলেন, তখন আদতে যে শাসক দলের হাজারো ভোটের ক্ষতি হলো, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে শ্রেণিটিকে উদ্দেশ্য করে এদিন শাসক দলের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত গালি উগরেছেন, সেই শ্রেণি আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটা সময় বলবে! সরব প্রচারের শেষ দিনে কয়েক ডজন বাইক নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। একটি সুসজ্জিত গাড়িতে বসেছিলেন তিনি। উনার গাড়ির সামনে বাইক আরোহীদের মিছিল। গাড়ির পেছনেও একই অবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই প্রচারকে কেন্দ্র করে মিছিলটি এগিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু কে জানতো, এই মিছিলেই হঠাৎ করে মেজাজ হারাবেন বিধায়ক সুরজিৎ? এক অটোচালক হঠাৎ করেই সুরজিৎবাবুর গাড়ির সামনে এসে পড়েন। কয়েক সেকেভের ব্যবধানে অটো চালক নিজের ড্রাইভিং স্কিল প্রয়োগ করে পাশ কেটে চলে যান রাস্তার অন্যদিকে। কিন্তু মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি সুরজিৎবাবু। গাড়ির ভেতর থেকে অটো চালককে উদ্দেশ্য করে ছাপার 🛚 🛨 অযোগ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করেন তিনি। সুরজিৎবাবুর এই অভ্যাসটি নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভোটের • এরপর দুইয়ের পাতায়



সোজা সাপটা

মানসম্মান

আগে বহির্রাজ্যের সাংবাদিক বন্ধুরা বা পরিচিত মানুষ হয়তো সপ্তাহে বা মাসে ফোন করতেন। কিন্তু ইদানিং দেখছি, কেউ কেউ তো দিনে কয়েকবার পর্যন্ত ফোন করেন। বোঝা যাচ্ছে, বহির্নাজ্যে যারা আছেন তারা ত্রিপুরা নিয়ে এখন ভীষণ টেনশনে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ত্রিপুরার সন্তান। এখন ভিন্রাজ্যে আছেন বা ভিন্রাজ্যে কাজ করেন। ত্রিপুরার বর্তমান ঘটনাবলী ভিন্রাজ্যে যেভাবে প্রচার হচ্ছে বা যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে তাতে কিন্তু ত্রিপুরার সম্মান ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ সম্পর্কে কিন্তু অন্য রাজ্যের মানুষের এতদিনের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। রাজ্য যখন আছে তখন রাজনীতি থাকবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজনীতির কথা বলে গোটা রাজ্যে যা যা হচ্ছে তাতে রাজনীতির প্রতি মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা সব উঠে যাচ্ছে। ১৯৮০ দাঙ্গা ত্রিপুরাকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। ২০২১ সালের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে অনেক বছর পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। এখন যা হচ্ছে তা ত্রিপুরার জন্য খুব খারাপ সময় ডেকে আনছে। যারা শাসন ক্ষমতায় তাদের কিন্তু দায়িত্ব বেশি। ধরে নিলাম, বিরোধীরা না হয় রাজ্যের বদনাম করতে চাইছে কিন্তু আইন, আদালতে তো দেখা যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন সব ক্ষেত্রেই ফ্লপ। রাজ্যকে ভালো রাখার প্রথম দায়িত্ব তো শাসক দলের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজ্য প্রশাসন যেভাবে চলছে তাতে তো বিরোধীদের অভিযোগই বেশি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ২০২৩ কি হবে তা সময় বলবে। তবে বর্তমান সময়ে রাজের মানসম্মান কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না গোটা দেশবাসীর কাছে।

এয়ারটেলের পথে হেঁটে এবার প্রিপেড পরিষেবার মাসুল বাড়াল ভোডাফোনও

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। অতিমারি পরিস্থিতির পরে মূল্যবৃদ্ধির ধাকা লেগেছে অনেক পরিষেবা ক্ষেত্রেই। মোবাইলের মাসুলও তার ব্যতিক্রম নয়। এয়ারটেলের পরে এবার সাধারণ প্রিপেড গ্রাহকদের মাসুল বৃদ্ধির পথে হাঁটলো ভোডাফোন-আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল)। মোবাইল পরিষেবা সংস্থা ভিআইএল মঙ্গলবার জানিয়েছে, বিভিন্ন স্তরে মাসুল ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে চলেছে। আগামী ২৫ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাদের ন্যূনতম প্রিপেড প্ল্যানটির মাসুল পড়বে ৯৯ টাকা। সংস্থা সূত্রের খবর, এত দিন তা ছিল ৭৯ টাকা। এ ছাড়া ১৪৯ প্রিপেড প্ল্যানটির মাসুল পড়বে ৯৯ টাকা। সংস্থা সূত্রের খবর, এত দিন তা ছিল ৭৯ টাকা। এ ছাড়া ১৪৯ প্রিপেড পরিষেবা বেড়ে ১৭৯ টাকা হচ্ছে। ১,৪৯৮ টাকার প্রিপেড প্ল্যান বেড়ে ২,৮৯৯ টাকা হচ্ছে। বাড়ছে ডেটা 'টপ আপ'-এর খরচও। ন্যূনতম 'টপ আপ' ৪৮ টাকা প্রেকে বেড়ে ৫৮ টাকা হচ্ছে। এ ছাড়া ৯৮ টাকার টপ আপ' ১১৮ টাকা, ২৫১ টাকার টপ আপ ২৯৮ টাকা এবং ৩৫১ টাকার 'টপ আপ' বেড়ে ৪১৮ টাকা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতরের হিসেব অনুযায়ীই মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলিকে বকেয়া স্পেকট্রাম এবং লাইসেন্স ফি মিটিয়ে দিতে হবে। এর পরেই ওই শিল্পে জড়িত সংস্থাগুলি ইঙ্গিত দিয়েছিল ব্যবসা চালাতে আয় বাড়ানের পথ খুঁজতেই হবে। যার অন্যতম একটি হল মাসুল বৃদ্ধি। এরপর জুলাই মাসে প্রিপেড মাসুল বৃদ্ধির ঘোষণা করে ভারতী-এয়ারটেল।

ঋণ দেয় এমন ৬০০-র বেশি অ্যাপ অবৈধ!

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর।। বহু অ্যাপ রয়েছে, যেগুলো ডাউনলোড করে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। অ্যাপ স্টোরে 'লোন', 'ইনস্ট্যান্ট লোন', 'কুইক লোন' লিখে সার্চ দিলে এই অ্যাপগুলো পাওয়া যায়। এই ধরনের অ্যাপগুলোর বেশিরভাগই অবৈধ। একটি রিপোর্টে এই কথাই জানালো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সতর্ক করল সাধারণ মানুষকে। দেশে এখন ঋণ দেয় এমন অ্যাপের সংখ্যা কম—বেশি ১,১০০। সেগুলোর মধ্যে ৬০০ অ্যাপই অবৈধ। জানিয়ে দিল আরবিআই। এগুলো কোনও নিয়ম---নীতি না মেনেই আর্থিক লেনদেন করে বলে অভিযোগ। এদেশে ডিজিটাল লেনদেন বাডছে। ততোই বাডছে প্রতারণা। বিভিন্ন অ্যাপের ফাঁদে পা দিয়ে ঠকছেন বহু মানুষ। হারাচ্ছেন হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিজেদের প্যান, আধারের তথ্যও দিয়ে দিচ্ছেন। এই নিয়ে খোঁজ চালানোর জন্য 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' তৈরি করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই গ্রুপের রিপোর্টেই দাবি করা হয়েছে, ঋণ দেয় এমন ৬০০টি অ্যাপ তাদের নজরে অবৈধ। রিপোর্টে যদিও অ্যাপগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ভারতে মোট ৮১টি অ্যাপ স্টোর রয়েছে যেখানে ওই বিপজ্জনক অ্যাপগুলি মেলে। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত ২,৫৬২টি অভিযোগ আসে আরবিআই-- এর কাছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, গ্রাহকরা না জেনেই এমন সংস্থার থেকে ঋণ নিয়েছেন. যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনপ্রাপ্ত এনবিএফসি (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি) নয়। দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই অভিযোগ এসেছে। তার পরেই কমিটি গড়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

বঙ্গ নির্বাচন কমিশনারকে বুঝিয়ে বলেছি: ধনখড়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। পুরভোট নিয়ে বিরোধীদের সুর এবার শোনা গেল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কণ্ঠে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন যে একটি স্বাধীন সংস্থা এবং তা নবান্নের অধীনস্থ নয়, সে কথা মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাতে কমিশনকে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যের বকেয়া ১১২টি পুরসভার ভোট একসঙ্গে করার কথাও বলেছেন ধনখড়। মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক করেন রাজ্যপাল। বৈঠক শেযে টুইট করে আলোচনার বিষয়বস্তু জানান তিনি। রাজ্যপালের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, 'জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সম্ভাব্য দিনক্ষণ

• সাতের পাতার পর সিএসকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়ে দেন ভারতে আইপিএল ফেরানোর কথা। চেন্নাই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি জানি আপনারা সবাই চেন্নাই সুপার কিংসকে চিপকে খেলতে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। সেই মুহূর্তটার জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আইপিএলের ১৫ তম আসর বসবে ভারতে। এবার ২টি নতুন দল যোগ দেওয়ায় আগের থেকে আরও আকর্ষক হবে টুর্নামেন্ট।'

দৌড়ে সালাহ

- সাতের পাতার পর (ইতালি ও চেলসি) ৫) এনগোলো কন্তে (ফ্রান্স ও চেলসি)
- ৬) কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স ও পিএসজি) ৭) মহম্মদ সালাহ (মিশর ও লিভারপুল)
- ৭) মহম্মদ সালাহ (মশর ও লিভারপুল) ৮) রবার্ট লেওয়ানডস্কি (পোল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ)
- চ) রবাচ লেওয়ানডাস্ক (পোল্যান্ড ও বায়ান মিডানখ) ৯) করিম বেঞ্জেমা (ফ্রান্স ও রিয়াল মাদ্রিদ)
- ১০) কেভিন ডে ক্রইনা (বেলজিয়াম ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি) ১১) আর্লিং হালাভ (নরওয়ে ও বরুশিয়া ডর্টমুভ)
 - সংগ্ৰহণ কৰিছে । কালিকেন

ব্যাজের রং গেরুয়া

• আটের পাতার পর - নিয়োগ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম কিংবা ফি স্ট্রাকচার তৈরির যাবতীয় নিয়ম-নীতি কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বোচ্চ অধিকারী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্জিকিউটিভ বিজ। কৌশিক দাস বলেন, তাহলে কি করে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর লোগো পাল্টে দিয়ে গেরুয়া বানিয়ে দেওয়া হলো? তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। অভিযোগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাপেলর সচেতনভাবে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর রং পাল্টে দিয়েছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আদর্শ প্রচার করার জন্য। কৌশিক দাস মনে করেন, এটা খুবই নিম্নমানের এবং সংকীর্ণ চিন্তার বহিঃ প্রকাশ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিজিন্যাল লোগোর রং দিয়ে পুনরায় ব্যাজ তৈরি করার দাবি করছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আইসা। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য কোনও ছাত্র সংগঠন মুখ খুলেনি।

দলীয় কর্মীদের হত্যার চেষ্টা নিপুর

• আটের পাতার পর - ধারায় থানায় হাজির হতে নোটিশ ধরিয়ে দেয়। শিবনগরের গেদু মিয়া মসজিদের কাছাকাছি নিপুর বাড়ি। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নিয়েছে থানা। থানায় হাজির হলে নিপুকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে। যে কারণে পুর ভোটের আগে বিজেপির এককালীন দুর্বৃত্ত বাহিনীর নেতা নিপু ঘোষ গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে। বছদিন শাসক দলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন নিপু। তার বিরুদ্ধে একের পর এক অপরাধের ঘটনায় অভিযোগ উঠার পর যুব মোর্চার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার দলের কর্মীদের পিটিয়েই মামলায় ফাঁসলেন তিনি। এদিন নিপুকে দেওয়া নোটিশে তদন্তকারী অফিসার অভিজিৎ মণ্ডল একটি মোবাইল নম্বর দেন। কিন্তু ওই নম্বরে তদন্তকারী অফিসারকে ফোনে পাওয়া যায়নি। ফোনটি কাজ করছে না বলেই অপরপ্রান্ত থেকে কম্পিউটারের বার্তা চলে আসছিল। দু'দিন আগেই চিত্তরঞ্জন সংলগ্ন এলাকায় বাইক বাহিনীর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসীরা পূর্ব থানায় গিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন।

মমতার সাক্ষাতে জাভেদ আখতার, আডবানি ঘনিষ্ঠ সুধীন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার চার দিনের সফরে দিল্লি গিয়েছেন মমতা। রয়েছেন সাংসদ অভিষেকের বাড়িতে। এই সফর যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই গিয়েছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এতটাও যে হবে, তা বোঝেনি। একের পর এক বিশিষ্ট রাজনীতিক যোগ দিলেন তৃণমূলে। প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ, পবন কুমার, অশোক তানওয়ার এদিন নেত্রীর উপস্থিতিতে যোগ দিলেন তৃণমূলে। আবার আজই অভিষেকের বাড়িতে এসে মমতার সঙ্গে দেখা করে গেলেন জাভেদ আখতার। সঙ্গে আডবানি ঘনিষ্ঠ সুধীন্দ্র কুলকার্নি। এরপর কি পালা তাঁদের? এর আগে আগস্টে যখন মমতা দিল্লি এসেছিলেন, তখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্যসভার সাংসদ জাভেদ আখতার। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী শাবানা আজমিও। বিভিন্ন ইস্যুতে বারবার মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। সেই জাভেদই মঙ্গলবার মমতার সাক্ষাতে। সঙ্গে সুধীন্দ্র। তাঁদের আলোচনায় ছিলেন অভিষেকও। কেন? প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে। অন্যদিকে মঙ্গলবার জেডিইউ থেকে পবন বর্মা যোগ দিলেন তৃণমূলে। তিনি ছিলেন বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রাক্তন উপদেষ্টা। রাজ্যসভার সাংসদও হয়েছিলেন। এই পবনের অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগাতে চায় তৃণমূল। এদিন নেত্রীর উপস্থিতিতে যোগ দেন তিনি। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন অশোক তানওয়ারও। রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তিনি। হরিয়ানায় বিশিষ্ট মুখ। এহেন রাজনীতির যোগদানে আরও একটি রাজ্যে তৃণমূলের সংগঠন তৈরি হবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টরা।

বাক্রুদ্ধ দুই শিশু

• আটের পাতার পর - সন্তানের কান্নায় হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। অভিযুক্ত লরি চালককে বুধবার আদালতে পেশ করার কথা। রাজ্যে প্রতিনিয়ত এই ধরনের যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু দুর্ঘটনা রোধে কোনো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

• ছয়ের পাতার পর থেকেই কৃষি আইনের পক্ষে ছিলেন কঙ্গনা। কিন্তু শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় রুষ্ট হন তিনি। ক্ষোভ উগরে দেন প্রকাশ্যেই। সেই ক্ষোভ থেকেই 'বিতর্কিত' মন্তব্য করে বসেন তিনি। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে এক পুলিশকর্তা বলেছেন, '২৯৫এ ধারায় আমরা কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছি। এবার আরও তদন্ত করা হবে।'

'মৈত্রী দিবস'

• ছয়ের পাতার পর সীমিত করার নির্দেশনা রয়েছে। এবিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের এক জ্যেষ্ঠ আধিকারিক বলেন, করোনা একটা বড় সংকট। এটা সব ওলটপালট করে দিয়েছে। তবে বড় বিষয় হচ্ছে পরিকল্পনায় থাকা ১৮টি দেশেই বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দিবসের যৌথ অনুষ্ঠান হচ্ছে। কোথাও অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হয়ন। সবখানেই উভয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকছেন। সৌদি আরব, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডে আমরা ঢাকা থেকে কালচারাল টিম পাঠাতে পারছি। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দুই ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে এখন সোনালি অধ্যায় চলছে। দু'দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সফর চলমান রয়েছে। বন্ধু দিবসের অনুষ্ঠানের পর পরই ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সূবর্ণ জয়ত্তী উৎসবে যোগ দিতে ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ ঢাকা সফর করবেন। তাছাড়া জানুয়ারিতে ভারতের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাইনিং হল

তিনের পাতার পর ডাইনিং হল নির্মাণ হোক। যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের
মিড-ডে-মিল খেতে অসুবিধা না হয়।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর

 প্রথম পাতার পর সচিব পর্যায়ের আধিকারিকের বেতন ৯০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ আড়াই লক্ষ টাকা হতে চলেছে। ক্লাস ওয়ান আধিকারিকের ন্যূনতম বেতন হতে চলেছে ৫৬,১০০ টাকা।

ভঙ্গীভূত ঘর

 তিনের পাতার পর
 গ্যাস নির্গত হচ্ছিল। এর মধ্যেই আচমকা আগুন ধরে যায়। আগুন দ্রুত গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে শরীরের কিছুটা অংশ পুড়ে যায় উৎপল দেববর্মারও। পরে দমকলের একটি গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিপত্তির কারণ কুকুর

• প্রথম পাতার পর কন্টোল) বিমান অবতরণে বারণ করে ফের উড়তে বলে। কিছুক্ষণ পর আবার অবতরণের অনুমতি মেলায় নির্বিদ্মেই মাটি ছোঁয় সায়নীদের বিমান। প্রসঙ্গতে, ত্রিপুরা পুরভোটের শেষ দিনের প্রচার সেরে মঙ্গলবার তৃণমূল নেতারা কার্যতি সকলেই এই বিমানে কলকাতা ফেরেন।

দুর্ঘটনায় আহত দুই শ্রমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছ্ড়া, ২০ নভেম্বর।। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন দুই শ্রমিক। গভাছড়া থানাধীন মধুহরি পাড়ায় এই ঘটনা। মঙ্গলবার বিকেল টো নাগাদ নতুন দলপতি পাড়ার দুই যুবক তড়িমোহন ত্রিপুরা (২৬) এবং তবিরাম ত্রিপুরা (২৭) কাজের সন্ধানে বাইসাইকেল নিয়ে মধুহরি পাড়ার দিকে যান। সেখানে উঁচুটিলা থেকে নিচে নামার সময় তারা দু'জন বাইসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন। এতে গুরুতরভাবে আহত হন তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা গভাছড়া অগ্নি নির্বাপক দফতরে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির রাইমাভ্যালি মণ্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা এবং অন্য নেতৃত্বরা আহতদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে ছুটে আসেন। মণ্ডল সভাপতি জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

সুবল একা হয়ে গেলেন

• প্রথম পাতার পর পশ্চিমবঙ্গের অনাদরে তৃণমূল কুঁড়ি থেকে বেড়ে ওঠেনি আগে, এখনও গ্রাফটেড গাছ, মাটিতে শেকড় বসেনি। সুবল ভৌমিক একা, একা তাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে পুর ও নগর নির্বাচন। তবে শাসকদলীয় কোনও গোষ্ঠীর সাহায্য তিনি পাবেন না, তেমন নাও হতে পারে, তাতে সুবল ভৌমিকের শুধু ছোটাছুটি করতে হবে, গ্রাউন্ড জিরোর অবস্থা বুঝে বুদ্ধি খাটবে অন্য কারো, আগরতলা-কলকাতা ফোনে কি আর সেটা সম্ভব!

'নির্বাচনের পরেই ব্যবস্থা'

• প্রথম পাতার পর নীতিবিরুদ্ধ বলেও তার অভিমত। ভোটের দিন যেভাবে ক্লাবগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক পাশাপাশি নিজেও মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সুব্রতবাবুর বক্তব্য, এদিন বিধায়কদ্বয় ক্লাবগুলোকে সক্রিয় থাকার কথা বলেছেন এবং নিজেরাও পথে থাকবেন বলেছেন। বিজেপি মুখপাত্রের স্পষ্টীকরণ — নিশ্চিতভাবেই পথে থাকবেন কার্যকর্তারা, সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক প্রত্যেকে পথে থাকবেন মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা দেখাশোনা করবেন। এর মধ্যে নতুনত্বের কিছু নেই। তবে দুই বিধায়ক যেভাবে অনুযোগ করে বলেছেন, তাদেরকে নির্বাচনের কোনও কাজে লাগানো হয়নি। বিষয়টিকে মিথ্যা বলেও জানিয়েছেন সুব্রতবাবু। তার বক্তব্য, পুর নির্বাচন পরিচালনায় যে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো সেই ২৫ জনের কমিটিতে ছিলেন এই দুই বিধায়ক। কিন্তু তাদের বার বার আমন্ত্রণ করা সত্বেও তারা সেই বৈঠকে যাননি। এখন বলছেন তাদের কাজ করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই কথা মিথ্যা বলেও তার দাবি।

স্বাধীনভাবে ভোট দিন ঃ পুলিশ

প্রথম পাতার পর হয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় গন্ডগোল, গাড়ি দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

'তালিবানি কায়দা' আদালতে

 প্রথম পাতার পর বলেন, বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। " আমার মনে হয় না, এই ভাষ ণ আদতেই হিংসাত্মক ঘটনা তৈরি করেছে। আবেদনকারীরা তিলকে তাল করছেন।" বলেছেন জেঠমালানি।

আদরের ডাক শুয়োরের বাচ্চা

• প্রথম পাতার পর প্রচার মিছিলে বেরিয়ে, নিজের প্রচার গাড়িতে বসেই এক সাধারণ অটোচালককে কুকুর এবং শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করে গালি দেওয়ার ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম। এদিন, সুরজিৎবাবুর এমন কদর্য ব্যবহারে ওই দুটো গৃহপালিত পশুও লজ্জা পেয়েছে। পেটের টানে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখা অটোচালক গালিটি শুনে নিশ্চয়ই নিজের মা এবং বাবার মুখটি কয়েক সেকেশ্রের জন্য হলেও মনে এনেছেন। এই সুরজিৎবাবু এদিন নিজের প্রচার গাড়িতে বসে অটোচালককে কেন্দ্র করে স্পষ্টভাষায় বলেন—'এই কুতার বাচ্চা, এই কুতার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শায়ারের বাচ্চা...'। মাইক্রোফোন থাকার কারণে কথাটি (মুখ থেকে উগরে আসা গালিগুলো) ততক্ষণে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছি: ছি: করেছেন সমস্ত অংশের নাগরিক। একজন বিধায়কের মুখে এ হেন কদর্য ভাষা যখন ভোট প্রচারের শেষ দিনেও উচ্চারিত হয়, তখন স্বাভাবিক দিনগুলোতে তিনি কি মেজাজে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন, সেটা কাউকেই বলে দিতে হবে না। এদিন, সুরজিৎবাবুর এই আচরণে ক্ষতি হলো দলের। ভোটের আগে অটোচালকদের আস্থা হারালো শাসক দল।

নাজেহাল গ্রাহকরা

• প্রথম পাতার পর আইজিএম চৌমুহনি এলাকা থেকে এক বাড়ি থেকে ৮৯০ টাকা নেওয়া হয়েছে তার কেনার জন্য। এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যদিও নিগম কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার বিস্তারিত কথা বলা যায়নি। কিন্তু তারপরেও এই বিষয়টি নিয়ে মোট ৭ জন গ্রাহক একই দিনে এই পত্রিকা দফতরের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানিয়ে টেলিফোন করেছেন। প্রত্যেকের বক্তব্য একটাই, বাড়িতে বা বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত সরকারি কোনও লাইট বা প্রাসঙ্গিক সরঞ্জাম যদি নস্ত হয়, তাহলে নিগম কর্তৃপক্ষ সে সব তার বা সরঞ্জাম সরবরাহ করে না। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষোভ রয়েছে গ্রাহকদের। প্রতিমানে ভূতুড়ে বিল এবং সময়মতো পরিষ্বোবা না পাওয়ার বিভিন্ন ঘটনা ঘটেই চলেছে। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর বিষয়গুলোতে কোনও পরিবর্তন আসে কিনা।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ

 প্রথম পাতার পর করতে হবে। " ত্রিপুরার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং ইন্সপেকটর জেনারেল অব পুলিশ (ল এণ্ড অর্ডার) শান্তিপূর্ণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বাধা-বিদ্ধ ছাড়া সম্পন্ন করার জন্য সব রকমের পদক্ষেপ নেবেন, বিশেষত ভোটের দিন ২৫ নভেম্বর, ২০২১ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ব্যালট গোনা পর্যন্ত।" নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তৃণমূল কংগ্রেস গুরুতর অভিযোগ এনেছে যে এফআইআর করা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। সেই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আদালতকে জানাতে হবে কী কী অভিযোগ জানানো হয়েছে, যেসমস্ত এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, হিংসায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেসমস্ত গ্রেফতার করা হয়েছে এইসব ব্যাপার আদালতকে এক ছক কেটে জানাতে হবে। ১১ নভেম্বরে এই আদালতের দেয়া নির্দেশ পালনে কী করা হয়েছে, তার হলফনামাও একই সাথে দিতে হবে। আদালত বলেছে, নির্বাচন পিছিয়ে না দিলেও, আদালত সমানভাবেই মনে করে, ডিজিপি, আইজিপি (ল এন্ড অর্ডার) এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ দূর করা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সমতার সাথে, নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। হলফনামা যখন দাখিল করা হবে, সেখানে বিস্তৃতভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, রাজনৈতিক কর্মী,ভোটার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, ভোট গোনা, ফল ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রক্ষা করতে, আইন মোতাবেক অপরাধমূলক ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা জানাতে হবে। ২৫ নভেম্বরের মধ্যে এই হলফনামা দিতে হবে। সেদিনই মামলাটি আবার উঠবে। '' ত্রিপুরার পুলিশ প্রধান এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে এইসব নির্দেশ পরিস্কারভাবে পালন করতে হবে যেন আদলতকে গুরুতর ব্যবস্থা নেয়ার ঝামেলায় না পড়তে হয়।" নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিক্রম নাথ'র বেঞ্চে ছিল এই শুনানি।

প্রশ্নপত্র উধাও

প্রথম পাতার পর অন্যদিকে গত ২০ নভেম্বর সিবিএসই পরিচালিত উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের টার্ম-১ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিলো। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অভিযোগ, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২০ মিনিট পর তাদের দেওয়া হয় প্রশ্ন। অথচ শুরুতে দিয়ে দেওয়া হয় উত্তরপত্রের ওএমআর সিট। প্রশ্ন না থাকায় উত্তরপত্র হাতে নিয়ে ২০ মিনিট ছাত্রছাত্রীদের বসে থাকতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে নির্ধারিত সময় থেকে ২০ মিনিট পরে প্রশ্ন দেওয়া হলেও ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত কোনো সময় দেওয়া হয় নি। ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত সময় চাইলেও তাদের শিক্ষকরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষে টেনে নিয়ে যায় উত্তরপত্র। যার ফলে ক্ষোভ বিরাজ করছে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। এদিকে বাংলা পরীক্ষার সিলেবাসে ছিলো সন্ধি ও সাধু-চলিত ভাষা। কিন্তু সিলেবাস বহির্ভুত ভাবে পরীক্ষায় এসেছে সমাস। যারফলে বিচলিত হয়ে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। সবমিলিয়ে স্কুল কলেজে সর্বত্র শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অচলাবস্থা ভাবাচ্ছে সচেতন মহলকে।

'হিজ ডেইজ আর নাম্বার্ড'

 প্রথম পাতার পর করে দিয়ে আবার কিছুই করেননি ভাব করে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজনীতিতে তিনি গভীর জলের মাছ। 'প্যারাট্রপ' লিভার এবং 'শিশুসুলভ' নেতৃত্ব তার এই রাজনৈতিক চালকে বুঝে উঠতে আরও কয়েক দশক রাজনীতির পাঠ নিতে হবে। সদীপবাবুর কথায়, সিপিএমের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাদের কোনও ইতিহাস নেই, সিপিএমের নির্যাতন সহ্য করে হাতে একটি ব্যান্ডেড লাগানোর মতো ঘটনা যাদের সঙ্গে কোনওদিন ঘটেনি প্যারাস্ট দিয়ে উডে এসে জড়ে বসে তারাই এখন রাজ্যবাসীর ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। এটা দুর্ভাগ্য ছাডা আর কিছু নয়। সাংবাদিকদের বার বার প্রশ্নেও সুদীপবাবু প্যারাট্রুপ লিডারের নাম না বলে পাল্টা পরামর্শ দিয়েছেন কে প্যারাসট দিয়ে উড়ে এসে জড়ে বসে এই প্রশ্নের উত্তর যেন সাংবাদিকরা যেকোনও অটোচালক. রিকশা শ্রমিক কিংবা চা দোকানির কাছ থেকে জেনে নেন। এর উত্তর তারাই ভালো বলে দিতে পারবেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে 'বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা' তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটালেন কেন? গত দু'তিনদিন ধরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুদীপবাবুর নাম না করে ১০৩২৩ ইস্যুতে তাকে কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কখনও বলেছেন, ১০৩২৩-র চাকরি খেয়েছে এক রঙ্গ বিধায়ক। কখনও বলেছেন জয়চাঁদ। প্রকাশ্যে নাম না বললেও গত কয়েকদিন ধরে সুদীপবাবুকে কার্যত টানা আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কিন্তু প্রকাশ্যে সুদীপবাবুর নাম উচ্চারণ করেননি। সুদীপবাবুরও বুঝতে আর বাকি নেই কোন পরিস্থিতিতে এবং কোথাকার ছাড়পত্র পেয়ে বিপ্লব কুমার দেব বেশ কয়েক মাস পর নতুন করে তাকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। দলের ভেতরেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, টানা অবহেলা এবং অপমান সহ্য করেও নীরব থাকা সুদীপ রায় বর্মণ যে এখনও ফুরিয়ে যাননি তা বুঝাতেই আহত বাঘের মতোই এদিন এক নং বিধায়ক আবাস থেকে শুধুমাত্র গর্জন করেছেন। দলের একাংশ শিশুসুলভ নেতৃত্ব এবং প্যারাট্রপ লিডারের কারণেই যে জনমানসে বিজেপি সম্পর্কে ভূল ধারণা জন্ম নিচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি কলুষিত হচ্ছে এই কথাও এদিন জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। মানুষ কথা বলতে পারছেন না। বিনা প্রয়োজনে রাজ্যকে এমনভাবে অস্থির করে তোলা হয়েছে যে গোটা দেশের কাছেই রাজ্যের ছবি খারাপ হচ্ছে। দলের একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবেই এবং বিজেপির ভালোর জন্যই তিনি মানুষের হয়ে এদিন কথাগুলো বলেছেন — তাও জানিয়েছেন তিনি। তবে দলের ভেতরে না বলে একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে দলের বাইরে বেরিয়ে কেন এসব বলছেন সুদীপবাবু ? তার কথায়, গোটা বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন দলের সভাপতি জে পি নাড্ডা, সংগঠনের দায়িত্বে থাকা সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার চেয়ারম্যান হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে। সমস্ত কিছু তারা জানেন। কিন্তু তার পরেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। বরং আগরতলা সহ গোটা রাজ্যের পরিস্থিতিকে এমনভাবে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে যাতে করে বিজেপি সম্পর্কেই মানুষের ধারণা পাল্টে যেতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই সুদীপবাবু সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপবাবুর পাশে তার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝখানেই বারে বারে সুদীপবাবুকে নানা পয়েন্ট মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। রাজ্যের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও এক হাত নিয়েছেন তিনি। সুদীপবাবু বলেন, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রতিনিধি দলকে কথা দিয়েছেন রাজ্যে আর কোনও ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটবে না। প্রয়োজনে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস সত্বেও রাজ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। অথচ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের কোনও বিবৃতি নেই এই প্রসঙ্গে। আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতিতেও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একেবারে চুপ। তবে তার আশা, আগরতলা পুরনিগম সহ গোটা রাজ্যের পুর ও নগর ভোটে বিজেপি ভালো ফল করবে। একই সঙ্গে তিনি চান, ত্রিপুরায় আরও ২৫ বছর শাসন করুক বিজেপি। তৃণমূল সম্পর্কে কোনও প্রশ্নেই আগ্রহ দেখাননি সুদীপবাবু। বলেন, তিনি বিজেপি বিধায়ক হিসেবে তৃণমূল সম্পর্কে কোনও কথা বলবেন না। তবে তার অনুগামীরা যেভাবে তৃণমূলে গিয়ে প্রার্থী হয়ে গিয়েছে সে সম্পর্কে সুদীপবাবুর সাফাই কোনও কারণে কেউ ক্ষোভে অভিমানে দল ছেড়ে গেলে তিনি কী করতে পারেন। কিন্তু দলের লক্ষ্য হওয়া উচিত যারা নানা কারণে তাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছে তাদেরকে ফের দলের সঙ্গে জুড়ে নেওয়া। এতেই দলের ভিত শক্ত হতে পারে। কিন্তু কেউ ক্ষোভে অভিমানে দলত্যাগ করে চলে গেলে তাকে মারপিট করলে তাতে যে দলেরই ক্ষতি তাও তিনি এদিন জানিয়েছেন। তবে পুরভোটের বাজারে সাংবাদিক সম্মেলন করতে গিয়ে সুদীপবাবু সমস্ত অংশের মানুষকেই নির্ভয়ে ভোটদান করার আবেদন জানিয়েছেন। এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভোটের দিন গোটা এলাকা চযে বেড়াবেন। এই কারণে যে, মানুষের ভোটের অধিকার যাতে সুনিশ্চিত থাকে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্ত ক্লাবকে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে ভোটের দিন বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। সমস্ত ভোটারদেরকেও অনুরোধ জানিয়েছেন কেউ যদি তাদের ভোটদানে বাধা দেয় কিংবা বহিরাগত কেউ কোনও বাধার সৃষ্টি করেন তাহলে ভোটাররাই যেন গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ময়দানে থাকবেন সুদীপবাবু নিজেও। এদিনকার সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপবাবুর নিশানায় ছিলেন অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবে বিপ্লববাবুর নাম একবারও তিনি মুখে আনেননি। সাংবাদিকদের কাছে বিজেপির উলঙ্গ চিত্র তুলে ধরে বিজেপিকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেও বার বারই বলেছেন, তিনি বিজেপির একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং যা বলছেন সব বিজেপির ভালোর জন্যই বলছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এ ক্যাটাগরির ভোট গ্রহণ আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। শীর্ষ আদালতে একাধিক রায়ের পর শেষ পর্যন্ত পুলিশ, সিআরপিএফ এবং টিএসআর দিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি সাজাতে বাধ্য হলো রাজ্য পুলিশ। উচ্চ আদালতের রায়ে দুইভাগে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি ভাগ করা হয়েছে। ন্যুনতম চারজন টিএসআর জওয়ান থাকবেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। এছাডা অতিরিক্ত সিআর পিএফ জওয়ানদের আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে মোতায়েন করা হচ্ছে। তবে সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর পুলিশের নিরাপত্তার এই আয়োজন ঘোষণা করা হয়েছে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়ার বহু অভিযোগ তুললেও পুলিশ বা কমিশনার কে নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। থানায়ও একাধিকবার আক্রমণ করেছে বাইক বাহিনী। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর শেষ পর্যন্ত কিছুটা হলেও ভোটের আগে নিরাপত্তা কর্মীদের দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হলো রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। পুর এবং নগর নির্বাচনে নির্বাচন কেন্দ্রগুলি দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করলো রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। ২৭৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে বি ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। এ ক্যাটাগরিতে রাখা অজার্ভাররা ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়েছে ৩৭০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র।

কেন্দ্রগুলোতে চারজন করে টিএসআর জওয়ান থাকবেন। বি ক্যাটাগরিতে চারজন বন্দুকধারী পুলিশি থাকবে। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় এ ক্যাটাগরি ভুক্ত পোলিং বুথে ৫জন করে টিএসআর জওয়ান থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার পর রাজ্য পলিশের মহানির্দেশক এবং আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) নিরাপত্তার প্রশ্নে বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সোমবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতও স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। উচ্চ আদালতের ঘোষণার পর রাজ্য পুলিশ নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের পরই ৬টি নগর পঞ্চায়েত এবং ৭টি পুর পরিষদ ও পুরনিগমে ৬৪৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে আলাদাভাবে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে।রাজ্য পুলিশ সদর দফতর থেকে জানিয়েছে, সিআরপিএফ'র দুটি সেকশন একজন গেজেটেড অফিসারের অধীনে স্ট্রং রুম এবং সরকারি ছাপাখানায় থাকবেন। প্রত্যেকটি রিটার্নিং অফিসারের অফিসের সামনে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তারক্ষী রাখা হবে। রিটার্নিং অফিসাররা ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও পাবেন। ছাডাও এসকর্ট পাবেন। ৯৭জন

পলিশের সেক্টর অফিসারকে আরও ৯৭জন সাধারণ প্রশাসনের সেক্টর অফিসারের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছে। শাস্তিপূর্ণভাবে ভোট করাতেই এই আয়োজন। মোট ২০টি থানা এলাকায় পুর এবং নগর ভোট হচ্ছে। প্রত্যেক থানায় অতিরিক্ত ২৫জন টিএসআর জওয়ান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক জেলায় আইন-শুঙালা রক্ষার জন্য ৩০জন করে টিএসআর জওয়ান অতিরিক্ত হিসেবে রাখা আছে। ৬১টি গাড়ি অতিরিক্তভাবে থানাগুলিতে রাখা হবে। এগুলি নির্বাচনের জন্য টহল দেবে। এসবের পরও সিআরপিএফ'র ৫০টি সেকশন জওয়ান আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অতিরিক্ত ১৫টি সেকশন সিআরপিএফ জওয়ান আগরতলা পুরনিগম এবং আশপাশ এলাকায় দেওয়া হবে। ২৪৪টি অঞ্চল চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টা টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ারেন্টের আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলবে। ইতিমধ্যেই ৪৩৩জনকে পুর নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পুর নির্বাচনে ৫৭টি রাজনৈতিক মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে থানাগুলোতে। ৬৩ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিউআরটি টিম আপাৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য

১২৩টি নাকা পয়েন্ট চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজ্যের সমস্ত ভোটারদের ভয়হীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। ত্রিপুরার পুলিশ শাস্তিপূর্ণভাবে ভোট করতে নিরাপত্তারক্ষীদের সব জায়গায় মোতায়েন করেছে। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। যদিও মঙ্গলবারই বিকালে শেষ হয়ে গেছে সরব প্রচার। এর আগেই ব্যাপক আক্রমণের অভিযোগ তু লেছেন বিরোধীরা। আগরতলায়ও বিরোধী দলের এক প্রার্থীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র পূর্ব মহিলা থানায় তিনবার দুষ্কৃতিদের হামলা হয়েছে। এসব ঘটনা নিয়ে যখন আতঙ্কিত গোটা আগরতলার সাধারণ নাগরিকরা এই সময়ে শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশের পর নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এসবের পরও শহরবাসীরা কতটুকু ভোট দিতে সাহস দেখাতে পারবেন তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। অনেকের বক্তব্য, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই পুলিশ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলে ডর-ভয়হীনভাবে নির্বাচনি লডাইয়ে নামতে সাহস দেখাতেন।

মৃত্যু এক নতুন নয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। করোনায় মারা গেলেন আরও একজন। চলতি মাসেই এ নিয়ে তিনজন করোনা আক্রান্তের মত্য হয়েছে। করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর সংখ্যা রাজ্যে বেড়ে দাঁড়ালো ৮১৭ জনে। পজিটিভ রোগীর সংখ্যা রাজ্যে নামলেও কোনওভাবেই মৃত্যুর সংখ্যা বন্ধ করতে পারছে না প্রশাসন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর চবিবশ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, এই সময়ে ৩০৪৪ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪০৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ দু'জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। বাকি সাতজন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে পশ্চিম জেলার ছয় জন। এদিকে। দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়ালো ৭৫৭৯ জনে। এই সময়ে মারা গেছেন ২৩৬ জন।

পুনর্বাসনের মেয়াদ বাড়লো

কেলে'র প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৩ নভেম্বর।। ভোটের মধ্যে চাকরির মেয়াদ বাড়িতে নিলেন বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি। গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ নিগমের কাজে যখন অসন্তোষ বাড়ছে এই সময়ে প্রাক্তন সিএমডি'র চাকরির মেয়াদ বেড়ে গেলো ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অর্থাৎ বহু কেলেঙ্কারির ঘটনায় অভিযুক্ত সিএমডি কেলে ভোটের মধ্যেই চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এমনিতেই বিদ্যুৎ নিগমে মিটার রিডিং, বিল নিয়ে গ্রাহকদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এই সব অভিযোগের সমাধান কবে নাগাদ হবে তা কেউ বলতে পারছেন না। কিন্তু নিগম ব্যস্ত উচ্চপদস্থদের পুনর্বাসন দিতে। জানা গেছে, বিদ্যুৎমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে কেলে'কে। রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের টাকা ছেড়ে যেতে চাইছেন না কেলে সাহেব। তার মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়েই এখন নানা অভিযোগ উঠেছে। ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ ছিলো কেলে'র। এমনিতেই এখন পুর এবং নগর ভোট উপলক্ষে নতুন চাকরি এবং সরকারের যে কোনও নতুন প্রকল্প শুরু করা আইনত বেআইনি। অথচ কেলে'র চাকরির মেয়াদ বেড়ে গেলো আরও ৩৬ দিন। এই ঘটনায় পরিষ্কার, নিগম চলছে কেলে'র কথামতোই। এখানে মন্ত্রীর ইচ্ছারও গুরুত্ব তেমন থাকছে না। বহির্রাজ্য থেকে আসা কেলে বিদ্যুৎ নিগমের কাজ বাইরের ঠিকেদারদের দিতেই সিদ্ধহস্ত। তার নামে রাজ্যের ছোটখাটো ঠিকেদাররা বহু অভিযোগ তুলেছেন। রাজ্য সরকার এমনিতেই সরকারি বিভিন্ন দফতরে অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্বাসন দিতে ব্যস্ত। এই তালিকায় নিজেই যুক্ত হয়ে গেলেন কেলে। যে কারণে সরকারের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিয়েও কতটুকু সদিচ্ছা রয়েছে তার উপর প্রশ্ন উঠছে। কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মধুপুরের বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের মধ্যেই বহু অভিযোগ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সিএমডির বিরুদ্ধিও খামখেয়ালিপনার অভিযোগ। ব্রজেন্দ্রনগর এলাকায় জমি থেকে মাত্র দেড় হাত উপরে বিদ্যুতের তার ঝুলছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের অঘটন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এসব বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগমে এলাকাবাসীরা বার বারই অভিযোগ করেছেন। অথচ এ

আদালতে হাজির না করে থানায় বন্দি যুবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর বারবার বলে আসছিলেন তার ছেলেকে যেন আদালতে

।। গ্রেফতার করে তিনদিন ধরে লকআপে যুবক। আইনের নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টা তিনবার পেরিয়ে গেলেও আটক যুবককে পেশ করা হয়নি আদালতে। থানায় রেখেই নির্যাতন চালানো হচ্ছে। পশ্চিম থানার বিরুদ্ধে এই ধরনের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ড এলাকার রামসুন্দরনগরের বাসিন্দা রাখাল রুদ্রপাল। তিনি প্রত্যেকদিন থানায় গিয়ে ছেলে মিন্টু রুদ্রপালকে আদালতে পেশ করতে দাবি করে আসছেন। কিন্তু কেউই রাখাল রুদ্রপালের বক্তব্য শুনতে নারাজ। রাখালের অভিযোগ, তার ছেলে মিন্টু রুদ্রপালকে গত ২১ নভেম্বর রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ রামসুন্দরনগর থেকে তুলে আনে পুলিশ। কী কারণে তুলে আনে এখনো পর্যন্ত পুলিশ এই বিষয়ে জানায়নি। থানার লকআপে রাখা হচ্ছে মিন্টুকে। থানার ভেতরে খাবার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। রাখালবাবু ছেলের জন্য রুটি এবং বিস্কৃট নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক সাব ইনসপেকটর এগুলি দিতে দেয়নি। না খেয়ে মরছে বলেছেন তিনি। মঙ্গলবারও বিকাল পৌনে তিনটা পর্যন্ত থানায় ছিলেন রাখাল। ছেলেকে তখনও দেখেছেন লকআপের ভেতর। তিনি পুলিশবাবুকে রাখবেন তার জবাব দিচ্ছে না পুলিশও।

হাজির করা হয়। যা বিচার করবে তা যেন আদালত করক। কী কারণে পুলিশ ছেলেকে আটক করে রেখেছে তাও তিনি জানেন না। শুধু তাই নয়, কবে নাগাদ আদালতে হাজির করবে এই বিষয়েও পুলিশের কোনও বক্তব্য নেই।জানা গেছে, একটি চুরির মামলায় মিন্টুকে আটক করেছিল পুলিশ। তাকে চুরির ঘটনায় থানায় দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আইনের নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের হাতে আটকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হয়। অথচ পশ্চিম থানার পুলিশ মিন্টুকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার দেখায়নি।

এই সুযোগ নিয়েই তাকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। দুই বছর আগেই পশ্চিম থানার লকআপে ধৃত এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এর আগেও পশ্চিম থানায় লকআপে অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব ঘটনায় পুলিশ শিক্ষা নেয়নি বলে অভিযোগ। রাখাল আরও দাবি করেছে তার ছেলেকে থানার লকআপে রেখে মারধর করা হচ্ছে। ছেলের শরীরে তিনি রক্তও দেখেছেন। এভাবে আর কতদিন থানায়

সুরঙ্গ বানিয়ে পাচার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ নভেম্বর ।। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের সীমান্তগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবি করলেও কোনওভাবেই বন্ধ হচেছ না পাচার। ত্রিপুরা থেকে প্রত্যেকদিন ন্যুনতম ৫০টি গাড়ি গরু নিয়ে বাংলাদেশ যাচেছ। এই ধরনের অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রাই। বিশেষ করে কৈয়াঢেপা সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার করার সহজ পথ তৈরি করা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশি সীমান্তের কৈয়াঢেপা এলাকায় কাটাতারের বেড়া রয়েছে। গোটা এলাকাতেই গভীর জঙ্গল। স্থানীয়দের বক্তব্য, কাঁটাতারের বেড়ার নিচে দিয়ে পাচারকারীরা সুরঙ্গ তৈরি করেছে। এই সুরঙ্গ দিয়ে পাচারের ছোট গাড়ি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে। প্রত্যেকদিন অত্যন্ত ৫০টি

মিলিয়ে প্রায় ৪০০টি গরু পাচার

পাচারের সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা জঙ্গলের আশপাশ এলাকা দিয়ে টহলে যায় না বলে অভিযোগ। এই এলাকার নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে কাঁটাতারের বেডাও কেটে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে. কাঁটাতারের বেডার পাশে সুরঙ্গটি লতাপাতা এবং ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পাচারের পর সুরঙ্গটির উপর বড় কাঠের লগ ফেলা হয়। যে কারণে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে। পাচারে যুক্ত মিটন এবং কর্ণজিৎ সীমান্তের এই বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। আমবাসা, হালাহালি, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড় এবং চড়িলাম থেকে শুরু করে রাজ্যের বহু জায়গার গরু এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পাচার

এবং মধুপুর থানার পুলিশবাবু সবই জানেন। কিন্তু প্রত্যেক মাসে থানাবাবুদের কাছে নিয়ম করে মোটা টাকা দিয়ে যায় পাচারকারীরা। যে কারণে পুলিশ কখনোই পাচারের ঘটনায় হাত দিতে নারাজ। পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শাসকদলের এক

পাচার সম্পর্কে নাকি বিশালগড

মাঝারি স্তরের নেতাও। ওই নেতার কারণেও পুলিশ এবং স্থানীয় জনত কাউকে কিছু বলতে প্রকাশ্যে বলতে সাহস পান না। বিএসএফ জওয়ানরা কয়েকদিন পর পরই নাকি ঘুস না পেয়ে সীমান্তের পাশাপাশি বাড়িগুলিতে অভিযান করে। কিন্তু সীমান্তের কাঁটাতারের নিচে দিয়ে সুরঙ্গ বানানোর ঘটনায় কোনওভাবেই বিএসএফ দায়ী নয় এটা মানতে নারাজ স্থানীয়রা।

ঝুলন্ত দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। অস্বাভাবিক মৃত্যু কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না রাজ্যে। পুর নির্বাচনের দিনগুলোতেও অস্বাভাবিক মৃত্যু লেগেই রয়েছে। এবার আরও দুই মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। মৃতরা হলেন সুমন দেববর্মা (২২) এবং ভজন ভৌমিক (৫৭)। মঙ্গলবার সকালে রানিরবাজার এলাকার বাড়ির শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ভজন ভৌমিকের দেহটি। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে যায় রানিরবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিনই শহরতলির শ্রীনগর থানার অন্তর্গত জারুলবাছাই এলাকায় সমন দেববর্মা নিজের বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী হন। এলাকাবাসীর ধারণা, প্রণয় সংক্রান্ত কারণেই আত্মহত্যা করেছে সুমন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করলে প্রকৃত

ডাইনিং হল

রহস্য বেরিয়ে আসবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।।** পুষ্করবাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মিড - ডে - মিলের খাবার পরিবেশনের জন্য ডাইনিং হল নির্মাণের দাবি তু ললো ছাত্রছাত্রী-সহ এলাকাবাসী। এই দাবির স্বপক্ষে অনেকটা সহমত পোষণ করেছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই স্কুলে ৭৬ জন ছাত্ৰছাত্ৰী আছে। প্ৰথম থেকে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলটি। বিশ্রামগঞ্জ - উদয় পুর জাতীয় সড়কের পাশে পুষ্করবাড়ি এলাকায় স্কুলটির অবস্থান। ডাইনিং হল না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় খোলা আকাশের নিচে অথবা স্কুলের বারান্দায় বসে মিড-ডে-মিল গ্রহণ করতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে খুব অসুবিধায় পড়তে হয় পড়ুয়াদের। প্রখর রোদের মধ্যেও সমস্যায় পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলে জায়গা কম। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা থাকলে ডাইনিং হল নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার অভিভাবকরাও চাইছেন স্কুলে এরপর দুইয়ের পাতায়

সংস্থার নির্বাচনে যারা ভোটার অর্থাৎ এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ভোটার পড়ুয়া তারা প্রতিবাদে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। পুর সংস্থার নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়। ৪০ নম্বরের পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকার কিংবা শিক্ষা দফতর পড়ুয়াদের দাবি মেনে নেয়নি। তাই সম্রাট রায় এদিন বলেন, এই প্রতিবাদে পড়ুয়াদের মধ্যে যারা ভোটার তারা ভোট বয়কট করবে। অর্থাৎ প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন ছাত্রনেতা সম্রাট রায়। আগরতলা পুর নিগম-সহ অন্যান্য পুর সংস্থার নির্বাচন পর্ব সাঙ্গ হলেই বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে এনএসইউআই। ইতিপূর্বে আন্দোলন সংগঠিত করে এনএসইউআই তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে। এনএসইউআই'র প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায় মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন আন্দোলন চলবে। পুর সংস্থার নির্বাচনের পরেই আন্দোলন আরও তেজি করা হবে। তবে এই পুর

ভোট বয়কট করবে। তিনি এও জানান, ছাত্র স্বার্থে সরকার কাজ করছে না। তার দাবি শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা চলছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নবম ও একাদশ শ্রেণির ৪০ নম্বরের পরীক্ষার দাবিতে অনড্ এনএসইউআই। সম্রাট রায় বলেন, রাজ্যে কিছু দিন যাবত রাজনৈতিক অস্তিরতার পাশাপাশি শিক্ষামহলেও এক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার নম্বর নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা দফতরের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি দাবি করেন, শিক্ষা দফতর প্রথমে নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ৪০ নম্বরের জন্য নেওয়া হবে বললেও শেষ মহর্তে ৮০ নম্বরের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন যাবত ছাত্রনেতা সম্রাট রায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত কাঞ্চনপুরে সম্রাট রায়ের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ অহিংস আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের অতর্কিতভাবে আটক করে মামলা দায়ের করে। তিনি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া সুরে সমালোচনার তোপ

দাগেন। তিনি সরকারকে শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিক হতে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, অবিলম্বে নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ৪০ নম্বরের মধ্যে নেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। না হলে সারা রাজ্যের মধ্যে জনআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এদিকে ওবিসি পড়ুয়াদের স্টাইপেভ না পাওয়ার বিষয়টি নিয়েও আন্দোলন সংগঠিত করার কথা বলেছেন এনএসইউআই'র প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়।

ডম বণ্ডনে নাসদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,২৩ নভেম্বর**।। জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের খাবার বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ উঠলো। অভিযোগের তির সরাসরি কর্মরত নার্সদের বিরুদ্ধে। রোগীদের বরাদ্দ করা খাবার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নার্সদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তলেছেন রোগী এবং তাদের পরিজনরা। মঙ্গলবার এ নিয়েই চাঞ্চল্য দেখা দেয় হাসপাতাল চত্বরে। জিবিপি হাসপাতালে বহু বছর ধরেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রোগীদের খাবার দেওয়া হয়। খাবারের গুণমান নিয়ে এমনিতেই বহুবার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু খাবার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সাধারণত শোনা যায়নি। সরকারিভাবে রোগীদের দেওয়া পুষ্টিকর খাদ্য পুরোপুরি না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বেশ কয়েকজন রোগী। বিশেষ করে জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীদের খাবার বন্টনে দুর্নীতির নিয়ম করে প্রত্যেকদিন রোগীদের জন্য ডিম দেওয়ার কথা। কিন্তু হাসপাতালে রোগীদের প্রত্যেকদিন ডিম দেওয়া হয় না। ডিম দিলেও

ভস্মাভূত ঘর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। শহরে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি ঘর। আবারও গ্যাসের সিলিভার থেকে আগুন লাগার ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখম বাড়ির মালিক উৎপল দেববর্মা। কয়েকদিন আগেই গান্ধীথামে গ্যাস সিলিভারের বিস্ফোরণে মারা যান এক মহিলা। এই ঘটনার পর এবার উজান অভয়নগরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অগ্নিকাণ্ড। জানা গেছে, উজান অভয়নগরের বাসিন্দা উৎপল দেববর্মা। এদিনই নতুন গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি নিয়েছিলেন। রান্না করার সময় সিলিভার থেকে অতিরিক্ত 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

দেওয়া হয়। কর্তব্যরত নার্সরা নিজেদের হাতেই রোগীদের হাতে ডিম দেন। যদিও নার্সদের ডিম বল্টন করার কথা ছিলো না। তাদের রোগীদের দেখভাল করার কথা। অথচ ডিম বণ্টনে যুক্ত হয়ে পড়েছেন নার্সরাই। আলাদা সংস্থাকে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। অথচ ডিম হাতিয়ে নিতে কয়েকজন নার্স এগিয়ে এসে বাডতি দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবারও একটি করে ডিম দেওয়ার জন্য প্রত্যেক রোগী পিছু বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু এক কর্তব্যরত নার্সকে দেখা গেছে অর্ধেকটা করে ডিম নিজের হাতেই রোগীদের দিচেছ। এ নিয়েই কয়েকজন রোগী প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযোগ উঠছে দ্রুত এসব ঘটনা তদন্ত করার। কারণ, নার্সরা কোনওভাবেই ডিম বণ্টনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নন জিবিপি

নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ নিগমের কর্তারা। কারণ, পুনর্বাসন নিয়েই এখন নিগমের কর্তারা ব্যস্ত বলে অভিযোগ।

বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিয়ে ফেরার তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ নভেম্বর।। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বাড়ি থেকে দশ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করলো পুলিশ। এই বাংলাদেশিদের তৃণমূলের সভায় ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় গন্ডগোল বাঁধাতেও বাংলাদেশিরা চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে

থানায়। দশজনকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মাসুদ মিঞাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। মঙ্গলবার সকালেই সোনামুড়া থানার পুলিশ মাসুদ মিঞার বাড়ি থেকে দশজনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট ছিলো মাসুদের বাড়িতে

বাংলাদেশিরা আশ্রয় নিয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতেই সোনামুড়া থানার পুলিশ অভিযান চালায়। তবে পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিলো এই বাড়িতে আরও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে পালায় মাসুদও। পলাতকদের খোঁজে অভিযান চালিয়ে

যাচ্ছে পুলিশ। ধৃত দশ বাংলাদেশিকে আদালতে হাজির করেছিলো পুলিশ। বিচারক তাদের জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেন। জানা গেছে, পুরভোটে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মাসুদ বাংলাদেশিদের এনেছিলেন। মাসুদের বিরুদ্ধে আগেও সীমান্তে পাচার বাণিজ্যে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের ধারণা, মাসুদ

বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে। সীমান্তে বিএসএফকে এ বিষয়ে সচেতন করেছে থানা। এদিকে, ধৃত দশ বাংলাদেশিকে আদালত ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুরভোটের একদিন আগেই তৃণমূল নেতার বাড়িতে বাংলাদেশিদের আটকের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। নীরবতা ভেঙে হঠাৎ সরব হলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। নিজ আবাসেই সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধী দলগুলোর মতোই বললেন রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। দম বন্ধকর অবস্থা। রীতিমতো তাঁকে পুঁজি করে ময়দানে নেমে পড়লো তৃণমূল। বঙ্গের মন্ত্রী তথা রাজ্যে অবস্থানরত তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু বললেন, বিজেপি দলের যদি সাহস থাকে তাহলে সুদীপ রায় বর্মণকে বহিষ্কার করে দেখাক। যতটুকু খবর পুর সংস্থার নির্বাচনের পরই বিজেপি কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে। যাহাই হোক এই ঘটনার উপর তৃণমূল শিবির এক্সট্রা মাইলেজ পেয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে। কারণ সুদীপ রায় বর্মণের সাংবাদিক সম্মেলনের খানিকটা পর ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, সুবল ভৌমিকরা বলেছেন, এই সময় যা চলছে তা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ্য করতে না পেরে মুখ খুলেছেন। তারা সভায় সুদীপ রায় বর্মণকে স্বাগত জানায়। বৰ্তমান প্ৰেক্ষিতে এই সাংবাদিক সম্মেলন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এবং বাস্তবসম্মত। তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, সুদীপ রায় বর্মণ যা বলেছেন এটাই ঘটনা। সুবল ভৌমিক নিজ বাড়িতেই সাংবাদিকদের সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, এতদিন বিরোধীরা বলে আসছিল। এখন শাসক দলের বিধায়করা বলছে। যদিও রাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধে অবশ্যই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিধায়ক আশিস দাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা যা বলেছেন তাতে আগামীদিনে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কি হবে সেটা সময়ই বলবে। তবে রাজ্য রাজনীতিতে সুদীপ রায় বর্মণের সাংবাদিক সম্মেলন এবং তাকে ইস্যু করে তৃণমূল শিবিরের প্রতিক্রিয়া রীতিমতো কর্মী সমর্থকদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। তৃণমূল শিবিরকে উজ্জীবিত করেছে বলে অভিমত রাজনৈতিক মহলের। বর্তমান প্রেক্ষিতে তৃণমূল শিবির চলমান ইস্যুকে পুঁজি করেই ময়দানে রয়েছে। আর তাঁকে পুঁজি করেই প্রচারে রাজনৈতিক দলের নেতারা। এই প্রেক্ষিতে এবারের পুর সংস্থার নির্বাচন যথেস্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং বহু চর্চিত। যদিও বিজেপিও পাল্টা জবাবে ময়দানমুখী। লড়াইয়ের ময়দানকে আরও গরম করে তুলেছে বিজেপি শিবির। কারণ, বিজেপি মনে করে, দলে থেকে দলের ক্ষতি করে মূল স্রোতের বিরুদ্ধে কেউই জয়ী হতে পারে না!

১৪৪ ধারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **তেলিয়ামূড়া, ২৩ নভেম্বর**।। রাজ্যের স্থানের তেলিয়ামুড়াতেও মঙ্গলবার পুর ভোটের সরব প্রচার শেষ হয়।বিকেল ৪টার পর সরব প্রচার শেষ হতেই মহকমা প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। মঙ্গলবার গোটা দিন বিজেপি এবং তৃণমূল জোর প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সকাল থেকে ১৫টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের নিয়ে গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া শহর পরিক্রমা করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থীরা জানান রাজ্যে ব্যাপকহারে সন্ত্রাস চালিয়েছে শাসক বিজেপি। এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিজেপি পুর ভোট জিততে চাইছে। বিনা দোষে তৃণমূল নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। প্রার্থীদের কোনরকম প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। হামলার জেরে সবাই আতঙ্কিত। এমনিতেই প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ, তার উপর সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমনকী সাংবাদিকরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এদিকে, বিজেপি প্রার্থীরাও প্রতিটি ওয়ার্ডে মিছিল করে। মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। তবে শেষ দিনে সিপিএম ছিল বেপাত্তা। এবারের ভোটে তেলিয়ামুড়ায় সিপিআইএম'র প্রচার ছিল না বললেই চলে। শুধু মাঝে একদিন জীতেন চৌধুরীর উপস্থিতিতে মিছিল হয়েছিল। এছাড়া বাকি দিনগুলিতে সিপিআইএম'র প্রচার দেখা যায়নি বলে অভিমত তেলিয়ামুড়াবাসীর। তেলিয়ামুড়ার ১৫টি ওয়ার্ডে ৪৮ জন প্রাথী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।



টিডিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

করেছেন টিডিএফ রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দে। তিনি তার বক্তব্য বলেছেন, এরাজ্যে

কংগ্রেসের ব্যর্থতার জন্য বিজেপির

উত্থান হয়েছে। ২০১৮ সালে

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যা

ঘটছে তা এক কথায় অবাঞ্ছিত।

কিন্তু এখন পুর সংস্থার নির্বাচনকে

কেন্দ্র করে যা ঘটেছে বা ঘটে চলছে

তা কলঙ্কিত ছাড়া কিছুই নয়।

ত্রিপুরার নির্বাচনি ইতিহাসে এমন

কলঙ্কিত দিন আর কখনোই রচিত

হয়নি। বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনি

প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। কথা

বলতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী

দলগুলো যেন তাদের কর্মকাণ্ডের

অধিকার হারিয়ে ফেলছে। এই

পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষও রক্ষা

পাচ্ছে না। পুলিশ আক্রান্ত, থানা

আক্রান্ত, শাসকদলের দুর্বৃত্তদের

হাতে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে

বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থক ও

নেতৃত্ব। এমন দাবি করে তাপস দে

বলেন এটা নজিরবিহীন ঘটনা।

আগরতলায় এমন ছিল না।

মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত

করতে তিনি সকলের কাছে আহ্বান

ञाज तुर्थ शिष्ट् যাবে ভোট কর্মীর

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। বহু ভোট গণনা। রাজনৈতিক চর্চিত পুর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সরব প্রচার শেষ হলো মঙ্গলবার। আগামী ২৫ নভেম্বর সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ২০ টি পুর সংস্থার ৩৩৪ টি আসনের মধ্যে ১১২ টি আসনে বিজেপি দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ২২২ টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৫ নভেম্বর। ২৩ নভেম্বর নির্ধারিত সরব প্রচারের শেষ লগ্নে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ছিল ময়দানে। ভোটারদের কাছে শেষবারের মতো পৌছে আরও একবার আর্জি জানানোর বার্তায় এদিন শেষ হলো সরব প্রচার। কথিত আছে সরব প্রচার শেষ শুরু নীরব প্রচার। কিন্তু রাজনৈতিক আবহে এই নীরব প্রচারই কৌশলে ঠান্ডা মাথায় প্রচার জন্য মোট বুথ কেন্দ্র ৭৭১টি। আর করতে হয় প্রার্থী এবং তার দলকে। ২২২টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চমক দিয়েছে।আগামী ২৮ নভেম্বর আসনগুলোতে মোট ভোটার মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলগুলোর পাশাপাশি এবারের নিৰ্বাচনে নিৰ্দল প্ৰাৰ্থী আছেন ২১জন। আবার তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআই, সিপিএম, কংগ্রেস, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়াও টিডিএফ, তিপ্রা মথা এবারের ভোট যদ্ধে শামিল। মোহনপর. রানিরবাজার, বিশালগড়, উদয়পুর, শান্তিরবাজার পূর পরিষদ এমনিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। তাছাড়া কমলপুর নগর পঞ্চায়েত সম্পূর্ণরূপে এবং জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের ১০ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি দল। আগরতলা পুর নিগমে ৫টি, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতে ১টি এবং আমবাসা পর পরিষদে তিনটি আসনে লড়াই করছে তিপ্রা মথা। ৩৩৪টি আসনের

৪৯৩০৪১জন। তার মধ্যে পুরুষ ২৪৩২৪৮, মহিলা ভোটার ২৪৯৭৭৯জন। অন্যান্য ১৪জন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলও ময়দানে রয়েছে। ৩৩৪টি আসনের মধ্যে ৩৩৪টিতে বিজেপি লড়ই করছে। তুণমূল ১২০, সিপিআই ৬, সিপিআইএম ১৯৭, কংগ্রেস ৯২, আরএসপি ২, ফরোয়ার্ড ব্লুক ৩, নির্দল ২১ এবং অন্যান্য ১০। এক্ষেত্রে নিশ্চয় নজর বেশি আগরতলা পুর নিগমের দিকেই। ৫১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি ৫১টিতেই লড়াই করছে। বামেরা লড়াই করছে ৪৬টি আসনে। তবে মূল লড়াই কার সাথে কার তা এখনও স্পষ্ট নয় কারণ ভোটের সরব প্রচারে বিজেপি, তৃণমূল যেন একেবারে মুখোমুখি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল শূন্য থেকে ফের শুরু করে যা-ই অর্জন করবে তাই এবারের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরাও হবে ৬৪৪টি বুথে। এই ভোট বাজারকে গ্রম করবে বলে

২০২৩ সালের আগে এই পুর সংস্থায় নির্বাচনি রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্সট্রা মাইলেজ দেবে। পরিস্থিতি যাই হোক ভোটের ময়দানে বরাবরই কোনও না কোনওভাবে দ্বিমুখী লড়াই তেজি হয়। কিন্তু এবারের নির্বাচনে কোথাও কোথাও ত্রিমুখী আবার চর্তুমুখী লড়াইও আছে। তবে আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচনে বেশ কয়েকটি আসনে ৫জন করে প্রার্থী আছেন। আবার ৬ জন করেও প্রার্থী আছেন বেশ কয়েকটি আসনে। তবে বনমালী পুর বিধানসভার পাশাপাশি ৬ আগরতলা বিধানসভার দিকেই পুর নিগম নির্বাচনের মূল ফোকাস। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এবারের নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই ২০২৩ সালের জন্য ঝাঁপিয়ে পডবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল। ভোটের ময়দানকে তারাও গ্রম করবে। কারণ লক্ষ্য ২০২৩।

পাহাড়ে ফের ম্যালেরিয়া

সমতলে ডেঙ্গু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৩ নভেম্বর।। পাহাড়ে ম্যালেরিয়া যখন জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে, তখন সমতলে শোনা যাচ্ছে ডেঙ্গুর পদধ্বনি। মঙ্গলবার কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে এক রোগীর দেহে পাওয়া গেলো ডেঙ্গুর জীবাণু। যা আমবাসা মহকুমায় স্মরণাতীতকালে প্রথম। জানা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তির নাম বিকাশ শর্মা। বাড়ি লালছড়ি থামে। বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ব্যক্তি। এই বিষয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সাগর মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বিকাশ শর্মা নামের ওই ব্যক্তি জ্বর সহ আনুষঙ্গিক লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিসেবা নিতে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা করান। এতেই ধরা পড়ে ডেঙ্গু জীবাণুর উপস্থিতি। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। উল্লেখ্যণীয় যে, এডিস মশক বাহিত এই ভাইরাল রোগটি ঘনবসতিতে দ্রুত ছড়ায় এবং ভারতবর্ষে ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্তে মৃতের হার ১-৫ শতাংশ। আমবাসা মহকুমার সমতল এলাকায় ঘনবসতিতে এই সংক্রামক রোগের উপস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। এখন স্বাস্থ্য দফতর এই সংক্রামক জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা থামিয়ে দেওয়ার জন্য কত দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ

রেখেছেন ভোটদান নিশ্চিত করতে। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ বাম আমলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে মানুষ ভরসা করে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। কংগ্রেসও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। অবাম ভোটাররা অবাম সরকার চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তা পারলো না কিন্তু বিজেপি তা করলো। বিশাল সংখ্যক কংগ্রেসী ভোটার বিজেপি দলে শামিল হয়ে গেছে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই। বাম সরকারের পতন ঘটানো হলেও এখন বাম সরকারের আমলের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে। যা এ রাজ্যের জন্য কলক্ষময় অধ্যায় রচিত হয়েছে। তিনি দাবি করেন, উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বিরোধী দল কিংবা বিরোধী মানসিকতার মানুষ প্রতিনিয়ত অশিস্ট আচরণের শিকার। ২০২৩ সালে পরবতী বিধানসভা নির্বাচন। এর আগে পুর নিগম নিৰ্বাচন সেমিফাইনাল। কিন্তু শাসক দল বলছে উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন হলে উন্নয়নের উপর ভর করেই কেন বিশ্বাস করতে পারছে না শাসক বিজেপি। বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনায় ব্যথিত তাপস দে। নির্বাচন কমিশনের দষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন, পুর সংস্থার নির্বাচন অবাধ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠভাবে করার ক্ষেত্রে যেন কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করে। টিডিএফ পুর নিগমের নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। টিডিএফ প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বানও রাখেন তিনি। তার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নাগরিকদের সুরক্ষার



করে এটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চুারর মোবাইল উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **উদয়পুর, ২৩ নভেম্বর।।** চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে সাফল্য পেল আর কে পুর থানার পুলিশ। ২০২১ সালে আরকে পুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় চুরি হয়ে যাওয়া প্রায় ১০০টির উপর মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয় আরকেপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবারও আরকে পুর থানার জিডি এন্ট্রি সূত্র ধরে ৬ টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে

দেওয়া হয়েছে। আরকে পুর থানার পাবেন তারা কখনো আশা করেনি।

বাড়ি বাড়ি হুমকি ভযোগ বামেদের

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। সবেমাত্র সরব প্রচার শেষ হলো। রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার পুর সংস্থার নির্বাচন। স্বাভাবিক কারণে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিতভাবে হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি যেন ক্ৰমশ ঘোলাটে হচেছ। সিপিএম'র তরফে বলা হয়েছে, রবিবার রাত ও সোমবার আগরতলা পুর নিগমের ১৩ নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া, ভাটি অভয়নগর, ১৬ নং ওয়ার্চের রামনগর, ১৭ নং ওয়াডের কষ্ণনগর, ৩৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ জয়নগর, ৩৭ নং ওয়ার্ডের আইরমারা, গুঞ্জরিয়া, ভট্টপুকুর ইত্যাদি এলাকায় সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি দলবদ্ধভাবে গিয়ে

টিলায় একজন সিপিআই(এম) কর্মীর স্কৃটি পুড়িয়ে দেয়। জানান, সোমবার রাত ১টা সিপিআই(এম) উত্তর আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা

লোক্যাল সম্পাদক বিটন দাসের বাড়ি আক্রমণ করে। দুর্বত্তরা ভোর সাড়ে চারটা অবধি এই তান্ডব চালায়। ৩৯ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী নিজেই ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে। সিপিআইএম সম্পাদকমন্ডলী বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপির নেতৃত্ব, প্রার্থী ও কর্মীরা সাধারণ ভোটার, বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ভোট দিতে না যেতে যে ঘৃণ্য কায়দায় হুঁশিয়ারি ও হুমকি দিচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। পার্টির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বলেছে.

আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। সিপিএম'র তর্ফে অভিমত ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে না যায়। তারপরও যদি ভোট দিতে যায় তাহলে পরিণাম ভালো হবে না। বিশেষ করে ১৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী, তার ভাই ও ছেলে একযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএম'র। ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে ভোট দিতে গেলে পরিণাম খারাপ হবে বলে শাসায়। এমনকী ১৬ নং ওয়ার্ডে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ সিপিএম'র। পুর নিগমের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকদের মোবাইল ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে ভোটের দিন বাড়ি থেকে বের না হন। ভোট দেওয়া যাবে না ও পোলিং এজেন্ট হওয়া চলবে না এই ধরনের হুমকিও দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ ভোটারদেরও ভয় দেখানো হয়েছে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য। সিপিএম এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে আরও বলেছে, সোমবার শেষরাত দেডটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত

বিজেপির প্রতি জনগণের সমর্থন নেই। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে পুর নির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। পরাজয়ের আতঙ্কেই বিজেপি সাধারণ ভোটার ও বামফ্রন্টের কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি, হুমকি প্রদর্শন ও আক্রমণের ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছে। এমনকী দেশের শীর্ষ আদালত ও রাজ্যের উচ্চ আদালত ত্রিপুরায় পুর নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেও বেপরোয়া বিজেপি তা মানছে না। অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশও তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দলবদ্ধভাবে নির্বাচকমন্ডলীকে এগিয়ে গিয়ে পুর নির্বাচনে বিজেপির সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হুমকি ও আক্রমণকে মাড়িয়ে বামফ্রন্টের সপক্ষে ভোটদানের আহ্বান জানাচ্ছে। পাশাপাশি আবারো নিৰ্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনের নিকট পুর নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে আদালত নির্দেশিত দায়িত্ব পালনের দাবি জানাচ্ছে। এদিকে, সিপিএম শ্যামলী বাজার, ৭৯ টিলা ইত্যাদি নেতৃত্ব বিভিন্ন এলাকায় যান এলাকায় বিজেপি দুর্বৃত্তরা পর পর আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে সকলের ৫টি বাড়িতে আক্রমণ চালায়। ৭৯ সাথে কথা বলেন। সদর মহকুমা

উত্তর আগরতলা লোক্যাল কমিটির সম্পাদক বিটন দাসের শ্যামলী বাজারস্থিত বাড়িতে বিজেপি আশ্রিত বহিরাগত দুষ্কৃতিরা চড়াও হয়ে বাড়ির গেইট ভেঙে ঢুকে বাড়িতে রাখা বিটন দাসের ভাইয়ের অটোরিকশাটি ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় বাড়ির মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের মানুষ বেড়িয়ে আসে, তখন দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। সংখ্যায় তারা ১৫ থেকে ২০ জন ছিল। ওই সময়ে এই এলাকার বসবাসকারী পার্টিকর্মী সুমন পালের বাড়িতেও টিনের বেড়া ভাঙচুর করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত পরে পার্টি মহক্মা ক্মিটির সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলী বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ দলমত নির্বিশেষে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। সন্ধ্যায় এলাকার জনগণ শ্যামলী বাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবে এক সভা করেন, এই সভা থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলমত নির্বিশেষে বুধবার থানায় গিয়ে এলাকার মানুষের নিরাপতার ব্যবস্থা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় তারা সেটা বলবেন। এদিকে সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটি এই ন্যকারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে যথাযথ ভূমিকা নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। ভিন্ন দিকে সিপিএম নেতা গৌতম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আসন্ন পুর নিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সরব প্রচারের শেষ দিনে আগরতলা এবং তার আশপাশ ওয়ার্ড এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের ৫, ১৬,১৭, ১৯,২২,৩১,৩২ এবং ৩৪নং ওয়ার্ডে প্রার্থীসহ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। তাছাড়া ২১ থেকে ২৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় গাড়ি প্রচার ও কিছু জায়গায় পথসভা করা হয়েছে। সোমবার ৬ ও ৭, ১১, ১২, ১৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল সিপিএম'র তরফে। তবে বিভিন্ন জায়গায় মঙ্গলবার রাতেও অশান্তির খবর পাওয়া যায়।

২০মিনিট নাগাদ সিপিআই(এম)

চডিলাম, ২৩ নভেম্বর।। আখের রসের ব্যবসার আড়ালে বাইক চুরি সংসার প্রতিপালন করা ব্যক্তির চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে আটক এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইক। চোর চক্রের মাস্টারমাইভ বলে জানা গেছে। বহু বাইক চুরির ঘটনার সাথে সে জড়িত বলে পুলিশ সূত্রের খবর। অবশেষে গোপন সুত্রের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানার প্রলিশ বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের উল্টো দিকে সোনামুড়া চৌহমুহনি থেকে আটক করতে সক্ষম হয় অভিযুক্ত আব্দুল বাসারকে (২৭)। তার বাড়ি মেলাঘর থানাধীন ইন্দিরানগর ঘ্রাণতলী এলাকায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবত সে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের উল্টো দিকে আখের রস বিক্রি করে আসছে। অত্যস্ত গরিব ঘরের যুবক রাতারাতি অনেক

টাকার মালিক বনে যায়। তারপর

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

6 7 3 9 8 2 5 1 4

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, থেকেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে সন্দেহ জাগে। আখের রস বিক্রি করে পক্ষে এত বিলাসবহুল জীবনযাপন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সে যে আখের রসের আড়ালে বাইক চুরি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেটা কারোর ধারণা ছিল না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার চলাফেরার ধরণ নিয়ে কানাঘুষো চলছিল। গত এক বছরের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক বাইক চুরি হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মিনি স্টেডিয়াম এলাকা থেকে। একের পর এক বাইক চুরি হচ্ছিল। পুলিশ সুপারের হাউস গার্ডেরও বাইক চুরি হয়েছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সেই বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তি নাকি পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ স্বীকার করেছে। জেরায় আরো তথ্য বের করা হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

সংঘৰ্ষে আহত প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।। বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন এক যুবক। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তৰ্গত ছেচড়িমাই জাতীয় সড়কে। আহত যুবকের নাম রাজীব দেবনাথ (৩৫), পিতার নাম সস্তোষ দেবনাথ। রাজীব টিআর০১ইউ ৫৮৯৫ নম্বরের বাইক নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার সময় মেলাঘরে টিআর০৭বি১৬০৭ নম্বরের একটি পণ্যবাহী গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান রাজীব। হাতে-পায়ে আঘাত পান তিনি। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বাইক এবং পণ্যবাহী গাড়িটি বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। তবে এই সড়কে যান দুর্ঘটনা হ্রাস টানতে ট্রাফিক পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না

বরাবরই অভিযোগ করছে যাত্রী সাধারণ।

9

4

2

1

6

8

9

4

5

9

3

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৬০

বাইক ও অটো

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। 6 9 প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই 3 6 ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার 3 2 8 4 করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি 8 4 5 যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। 3 6 9 2 সংখ্যা ৩৫৯ এর উত্তর 3 9 7 5 6 4 2 8 1 3 8 2 8 4 1 9 7 3 5 6 5 6 1 3 2 8 4 7 9 3 4 2 5 8 7 1 6 9 3 8 3 9 2 5 6 1 4 7 5 7 1 6 4 3 9 8 2 5 1 5 2 7 4 3 9 6 8 8 3 9 4 8 6 1 5 7 3 2 4

'নির্বাচন গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব'

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৩ পুরভোটকে বানচাল করার জন্য জবাব দেওয়ার জন্য জনগণকে নভেম্বর ।। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় একটা মহল থেকে দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা পুর নিগম ও অন্যান্য পুর এবং নগর এলাকার নির্বাচনে উৎসবের মেজাজে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আইনমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানান। তিনি

জনগণকে আগামী ২৫ নভেম্বর গভীর ষড়যন্ত্র করছে। একটি রাজনৈতিক দল পুরভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানিয়েছিলো। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে রায় দেয় যে পুরভোট নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই হবে। সুপ্রিম বলে অভিহিত করেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, যারা ষড়যন্ত্র করে

তাঁর অফিস কক্ষে আয়োজিত কোর্টের এই রায়কে গণতন্ত্রের জয় বলেন, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু রাজ্যের আসন্ন চাইছিলেন তাদেরকে সমুচিত

আজকের দিনটি কেমন যাবে

গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লাকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। 🛭 ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ | হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে।

সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। মিথুন : দিনটিতে এই রাশির |

🦏 জাতক - জাতিকাদের 📗 উপাৰ্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

কৰ্কট : স্থাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য l মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

সিংহ: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে | শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনিটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল

কন্যা: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের | তবে মানাসক অবসাদের ।
ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। <u>কর্মস্থলে</u> কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

থাকবে।

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

নিৰ্বাঞ্জাটে কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনৎ বাধা থাকবে না। শত্রু হ্রাস পাবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন ্তু নেওয়া দরকার সম্মানহানির সম্ভাবনা বৃষ: দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক | 🕓 আছে দিনটিতে। তাই । চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা

রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে। জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। ্নাদের মানসিক ভা যাবে পরিবারে শান্তি বজায়

থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ | সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। মকর : দিনটিতে মাথা ঠাভা

রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে 🕶 মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ

্র্রিক আর্থিক াদনতা খার।প নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন। l বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন 🛮 কুম্ভ : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও

🕎 ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ

🖊 মীন : দিনটিতে কম কেতে অনুকূল

থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এস দে। এফসিআই

ব্যাপকভাবে ভোটদান প্রক্রিয়ায়

অংশ নিতে হবে। সাংবাদিক

কাণ্ডে আরও

এক গ্রেফতার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ নভেম্বর।। ধর্মনগর এফসিআই গোডাউনের চাল চুরি কাণ্ডে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ জয়নাল মিয়া (৩২)। তার বাবা মৃত সাদেক আলি। বাড়ি ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডে। এফসিআই'র চাল চুরি কাণ্ডে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় ৪৫৭/৩৮০/১২০(বি)/১৪৯/৩৯৫ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলার নম্বর ৮২/২১। এই মামলায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আগেই গ্রেফতার করেছিল। ঘটনার কয়েক মাস পর মঙ্গলবার মহম্মদ জয়নাল মিয়াকে গ্রেফতারে সক্ষম হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত জয়নাল মিয়া এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। সে কয়েক মাস ধরে পলাতক ছিল। মঙ্গলবার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। গত ৯ জুলাই গভীর রাতে ধর্মনগর এফসিআই গোডাউন থেকে প্রায় ১৫০ বস্তা চাল চুরি হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে

চাল চুরি হয় তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল ওই সময়। গোডাউনের নাইট গার্ডের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ঘটনার পরদিন ধর্মনগর থানায় মামলা দায়ের হতেই পুলিশ তদন্তে নেমে বটরশি জোর কালভার্ট এলাকায় মৃত্যুঞ্জয় পালের গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া চালের বস্তা উদ্ধার করে। গোডাউন মালিক মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে জয়নালের নাম জানতে পারে তদন্তকারীরা। বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশের কাছে এদিন গোপন সূত্রে খবর আসে পলাতক অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার এক বাড়িতে লুকিয়ে আছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে জয়নালকে তারা গ্রেফতার

করতে সক্ষম হন। বুধবার

আদালতে পেশ করা হবে।

জয়নালকে ধর্মনগর

কাঁঠালিয়া, ২৩ নভেম্বর।। গেছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। বোমাতক্ষে সারারাত অনিদ্রায় কাটালো পদ্মঢেপা গ্রামের মানুষ। ঘটনা সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর থানা এলাকার ইন্দ্রজিৎ সাহার বাড়িতে হঠাৎ বিকট আওয়াজ রাত আনুমানিক ১২টা বাজে। বিকট শব্দে গোটা গ্রাম কেঁপে ওঠে। শুরু হয় হইচই চেঁচামেচি। এগিয়ে আসে প্রতিবেশীরাও। রাতের জনের একদল সমাজদ্রোহীকে। জানিয়েছে এলাকাবাসী।

কেন বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্রজিৎ সাহার মায়ের ওপর হামলার চেষ্টা হয়। বামপন্থী কর্মী হওয়ায় এই আক্ৰমণ বলে জানান ইন্দ্ৰজিৎবাবু শুনতে পায় এলাকাবাসী। ওই সময় মঙ্গলবার সাত সকাল থেকে মেলাঘর পুর পরিষদের নির্বাচনকে ইস্যু করে এই জাতীয় সন্ত্রাসে আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন ওই এলাকার সাধারণ নাগরিকরা। এ অন্ধকারে দেখা যায় ১০ থেকে ১২ বিষয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ

তবে এদের মধ্যে কাউকে চেনাও

ওসি জানান, যাদেরই মোবাইল হারিয়ে যাবে বা চুরি হয়ে যাবে জিডি এন্ট্রি করার সময় আইএমইআই নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এদিকে যে সকল ব্যক্তিরা মোবাইল চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার পর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তারা মোবাইল পেয়ে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেন। তারা জানান, মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার পর আবারও মোবাইল ফোন ফিরে

আশঙ্কাজনক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৩ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত যুবক বর্তমানে বহির্রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার রাতে চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত দ্যানন্দ্ধাম আশ্রম সংলগ্ন এলাকার শ্রীবাস দে ওরফে স্বেন বাইক নিয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। দমকল বাহিনী আহত যুবককে প্রথমে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে এরপর দুইয়ের পাতায়

প্র**তিবাদী কলম প্রতিনিধি,** অসম-চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে তালুকদার (২৩), পিতা রহিম ত্রিপুরার কোন বর্ডার দিয়ে তারা

চুরাইবাড়ি, ২৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যকে করিডর বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবাধে বিচরণ করছে। অবশ্য এক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখা-সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সক্ৰিয় আন্তর্জাতিক দালাল চক্র এই কাজ করে যাচ্ছে। অজ্ঞাত কারণে রাজ্য পুলিশ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিগত এক পক্ষের মধ্যে ১০ থেকে ১২ জন বাংলাদেশি যুবক-যুবতি ত্রিপুরা থেকে

ধরা পড়েছে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার রাত দশটা নাগাদ আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী শেরওয়ালি ট্রাভেলসের বাসে উঠে বাংলাদেশি একজোড়া যুবক-যুবতি। ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম-চরাইবাডি গেটে প্রবেশ করতেই ইনচার্জ মিন্ট শীলের নেতৃত্বে গাড়িটি তল্লাশি করে তাদের আটক করা হয়। পরে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর বাংলাদেশি বলে শনাক্ত করেন। তাদের সঙ্গে ভারতীয় কোন নথিপত্র ছিল না। আটককৃত যুবকের নাম মোঃ জনি

তালুকদার। বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার শিয়ালদি গ্রামে। তার সঙ্গে তার কাকাতো বোন শবনম আক্তারও (২৫) ছিল। অনুৰ্গল বাংলা ভাষায় কথা বলা শ্বনমের সঙ্গে ব্যাঙ্গালরুতে তৈরি হওয়া একটি ভুয়া আধার কার্ড উদ্ধার হয়। সে কর্ণাটকের বাসিন্দা বলে নিজেকে দাবি করলেও প্রথমে জানায় তার জন্ম চণ্ডীগডে। সে কর্মসূত্রে কখনো বলছে চেন্নাই এবং কখনো বলছে মাদ্রাজ অবস্থান করেছিলো। তার কথাবার্তায়

রাজ্যে প্রবেশ করেছে তাও বলতে পারেনি। তাই মোটা অঙ্কের বিনিময়ে দালাল চক্ৰ যে সক্ৰিয় রয়েছে তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। মঙ্গলবার তাদের করিমগঞ্জ সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড ও বাংলাদেশি ঔষধ-সহ বিভিন্ন বাংলাদেশি ফোনের নম্বর উদ্ধার করে পুলিশ। বাংলাদেশি নাগরিক আটকে অসম চুড়াইবাড়ি থানা যেভাবে সাফল্য পেয়েছে ঠিক অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তাছাড়া তেমনি ব্যর্থ হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ।

বিএসএফ'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বক্সনগর, ২৩ নভেম্বর।।

পাচারকারীদের হাতে জওয়ান

রক্তাক্ত হওয়া এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় কলমচৌডা থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। দায়েরকৃত মামলার নম্বর ৬৩/২১। ভারতীয় দণ্টেবিধির ৩৫৩/৩২৫/৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে কলমচৌড়া থানাধীন রহিমপুর উত্তর পাড়ের বাসিন্দা আব্দুল মতিনের ছেলে মোশারফ আলমের বিরুদ্দা। বিএসএফ ১৫০ ব্যাটেলিয়নের তরফ থেকে এই মামলা দায়ের হয়। পুলিশ অভিযুক্ত মোশারফের বাইকটি উদ্ধার করেছে। সেই বাইক তুলে দেওয়া হয় কলমচৌড়া থানার পলিশের হাতে। তবে এই ঘটনায় আরও তিনজন জড়িত আছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যারা সিনহাকে গ্রেফতার করে সালেমা দীর্ঘদিন ধরে রহিমপুর সীমান্ত থানায় নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার দিয়ে পাচার বাণিজ্য চালিয়ে অভিযুক্তকে কমলপুর আদালতে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার নেশা সামগ্রী তারা বাংলাদেশ পাচার করছে। বিএসএফ'র একাংশ লোকজন এই পাচার কার্যের সাথে জড়িত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু থেকে নেশা সামগ্রী পাচার চলছে। এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিএসএফ বিভিন্ন সময় কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল। কোন কোন সময় পাচার রুখতে গিয়ে উল্টো বিএসএফ জওয়ানদের উপর আক্রমণ করা হয়। সোমবারও বিএসএফ জওয়ান রবীন্দ্র সিং পাচারকার্য রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। তার সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নেয় পাচারকারীরা। পরে অবশ্য এলাকার প্রধানের সহায়তায় সেই অসু উদাার করা সস্তব হয়। ঘটনার পর কলমচৌড়া থানার পুলিশও সেখানে ছুটে গিয়েছিল। বিএসএফ'র অভিযোগ অভিযুক্ত মোশারফ পাচার কার্যের সাথে জড়িত। ওইদিন পাচারকারীদের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন বিএসএফ জওয়ান রবীন্দ্র সিং। সীমান্ত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে তাদের পেছনে ছুটে যান ওই নিয়ে তার উপর হামলে পড়ে।

শেষ মিছিলের বার্তা নিৰ্ভয়ে ভোট দিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ নভেম্বর।। রাজ্যের নগর ও পুর ভোটের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশবাসী। কারণ, এই সময়ে রাজ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার জন্য জাতীয় সংবাদমাধ্যমে বার বার রাজ্যের নাম উঠে এসেছে। এমনকী দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হয়। বিরোধীরা প্রথম থেকেই অভিযোগ করছেন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ একেবারেই নেই।এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৫ নভেম্বর রাজ্যে ভোট হতে চলেছে। নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হয়েছে মঙ্গলবার। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বামপন্থীরা মিছিলের মধ্য দিয়ে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন। সোনামুড়া মহকুমাতেও একইভাবে মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে বাম নেতারা শাসকদলের উদ্দেশেও বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তারা বলেন, গত ৪৪ মাসে উন্নয়ন কতটা হয়েছে, তা মানুষের ভালো করে জানা আছে। এখন বড় প্রশ্না, রাজ্যের অবস্থা আগামীদিন কোন্দিকে প্রবাহিত হতে পারে? সেই মাপকাঠিটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এই নির্বাচনের

ফিরে পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা-সেই প্রশ্নের উত্তরও নাকি ভোটের ফলাফলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকালে শতাধিক বামপন্থী যুবকর্মী দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডের সড়কপথে মিছিল করে। ঘণ্টাখানেক মিছিল পরিক্রমা শেষে সোনামুড়া সিপিআইএম দলীয় অফিস প্রাঙ্গণে এসে নেতা কর্মীরা জড়ো হয়। সেখানে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সামসুল হক, সিট্যুনেতা অহিদুর রহমান ও সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক রতন সাহা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া অবধি সমস্ত কর্মীরা যেন অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে চোখ, কান খোলা রেখে জনগণের মতদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হন। নেতারা বলেন, যত বাধাই আসুক জনগণকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পবিত্র ভোটদান প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আইটিআই প্রাশক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ আইটিআই'এ সঠিক সময়ে না আসার অভিযোগ প্রশিক্ষকদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ থেকে ১৬ জন প্রশিক্ষক কর্মরত আছেন। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রতিদিন ১১.৩০টার আগে প্রশিক্ষকরা ওই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন না। গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা ঠিক সময়ে চলে আসলেও প্রশিক্ষকরা আসেন দেরিতে। বহুদিন ধরেই এভাবে চলছে বলে অভিযোগ। একেবারে নীরব নিঝুম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ফলে নিত্যদিন তারা দেরি করে আসলেও বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কৃর্তপক্ষের গোচরে আসছে না। এলাকাবাসী জানিয়েছে, প্রচুর টাকার মাইনে পাওয়া সত্বেও সঠিক সময়ে প্রশিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনাও লাটে উঠছে।

TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex, Gorkhabasti

PO: Kunjaban, Agartala-799006 No.F.18 (23)/TSPCB/SUP

November 22, 2021 **NOTICE INVITING QUOTATION**

Tripura State Pollution Control Board invites Sealed uotations from the dealer/Agency/Supplier/Firm/Contractor for 'Supply of Printed Poly-Vinyl Chloride (PVC) Board" to the Tripura State Pollution Control Board, Parivesh Bhawan. P.N Complex, Gorkhabasti, Agartala, West Tripura. The interested dealer/Agency/Supplier/Firm/Contractor can submit Quotation

and other requisite documents in a sealed envelope superscripted "Notice Inviting Quotation for Supply of Printed Poly-Vinyl Chloride (PVC) Board to TSPCB" addressed to the Member Secretary. Tripura State Pollution Control Board by 08/12/2021 at 3:00 p.m. The detailed Notice Inviting Quotation may be downloaded

tspcb.tripura.gov.in/) Sd/-Illegible

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **কৈলাসহর, ২৩নভেম্বর।।** পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকায় সাধারণ নাগরিকরা রাস্তা অবরোধ করেন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ কৈলাসহর -ধর্মনগর সভক অবরোধ করা হয়। কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ উপজাতি অংশের। স্থানীয় নাগরিকরা অভিযোগ করেন. দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা চলছে। কয়েকটি কুঁয়ো থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো থেকে জল সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। প্রশাসনকে কয়েক বার লিখিত এবং মৌখিকভাবে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

গত ৬ মাস ধরে ডিডরিউএস দফতর থেকে এক বেলা গাডি করে জল সরবরাহ করা হয় ওই এলাকায়। কিন্তু যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। গত তিন মাস ধরে গাডি করে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। যে কারণে এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার পড়ে যায়। এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে যায়। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। প্রায় ৪ ঘন্টা পর বিকেল তিনটা নাগাদ ডিডব্লিউএস দফতরের আধিকারিকরা জলের গাড়ি নিয়ে

অবরোধস্তলে আসেন। কিন্তু তাদেরকে ক্ষোভের মথে পড়তে হয়। প্রায় আধ ঘন্টা কথা বলার পর আধিকারিকের কথা মেনে নেয় গ্রামবাসীরা। তবে আধিকারিকদের তরফ থেকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে প্রতিদিন দ'বেলা গাড়ি করে এলাকায় জল সরবরাহ করা হবে। এরপরই অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় থামবাসীরা। এদিনের অবরোধের জেরে যান চালক থেকে যাত্ৰী অনেকেই নাজেহাল হয়েছেন। কিছুদিন পর পরই পানীয় জলের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ হচ্ছে। কেন পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা এত দুর্বল সেই প্রশ্ন নাগরিকদের।

মহকুমাশাসকের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ নভেম্বর।। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত বিজন সিনহা মহকুমা শাসকের স্বাক্ষর এবং সিল ব্যবহার করে বেআইনি কাজকর্ম চালিয়ে আসছে। অবশেষে কমলপুর মহকুমা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমলপুর বড়লুৎমা এলাকায় দ্বাদশ শ্ৰেণি বিদ্যালয়ের সামনে বিজন সিনহার দোকান আছে। সেই দোকানে বসে পিআরটিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট-সহ বিভিন্ন নথিপত্র বিক্রি করছে অভিযুক্ত বিজন সিনহা। কমলপুর মহকুমা শাসকের স্বাক্ষর এবং সিল ব্যবহার করে চলতে থাকে তার বেআইনি বাণিজ্য। অভিযোগ পেয়ে সোমবার কমলপুর মহকুমাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী ওই দোকানে হানা দেয়। সাথে ছিল সালেমা থানার পুলিশ। দোকানে তল্লাশি চালিয়ে তারা বেশকিছু আপত্তিকর নথিপত্র উদ্ধার

কের পুলিশ। অভিযুক্ত বিজন

পেশ করা হয়। এর আগে তার বিরুদ্ধ ভারতীয় দগুবিধির ৪৬৫/৪৬৬/৬৬৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। যার নম্বর ২৯/২১। আদালত অভিযুক্তকে তিনদিনের জেলহাজতে পাঠায়। নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে। এখন প্রশ্ন উঠছে বিজন সিনহা'র সাথে আর কেউ এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত কিনা? কারণ, একা তার পক্ষে এতবড় কেলেঙ্কারি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অনেকেই মনে করছেন। যেহেতু, দীর্ঘদিন ধরে তার বেআইনি ব্যবসা চলছে, তাই বহু মানুষ হয়তো ভুয়ো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে সেই ভূয়ো সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হয়েছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখার করতে সক্ষম হন। যে কম্পিউটারের দাবি উঠছে। এতদিন ধরে অভিযুক্ত মাধ্যমে ভূয়ো সার্টিফিকেটগুলো বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে গেলেও তৈরি করা হয় সেটিও বাজেয়াপ্ত তার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা

নির্বাচনের দাবি, দারস্থ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

গাজা বাগান ধ্বংস প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৩ নভেম্বর।। মঙ্গলবার গোপনে খবরের ভিত্তিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালীখলা ভিলেজ এলাকার লেদ্রাবাড়ি গ্রামের গভীর জঙ্গলে এদিন অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকা বন দফতরের অন্তর্গত। এদিন ৪ ঘণ্টার অভিযানে প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জওয়ান। তখনই পাচারকারীরা লাঠি অভিযুক্ত মোশারফকে গ্রেফতার করতে পুলিশ এখন কতদিন সময় লাগায় সেটাই দেখার। পুলিশেরও একাংশ লোকজন পাচার কার্যের সাথে জড়িত আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাই মোশারফকে

গ্রেফতার করা হয় কিনা তা নিয়ে

স্থানীয়রাও সন্দিহান।

ICA-C-2698-21

(Bishu Karmakar) Member Secretary

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সমগ্র এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। হচেছ কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে বেতাগা এলাকায় জাতীয়

শান্তিরবাজার, ২৩ নভেম্বর।। এরই মধ্যে বাইখোড়া এলাকার বেতাগা জাতীয় সড়কের পাশে বাসিন্দা দেবার ণ দাস খাসের জল নিষ্কাশনের জায়গায় জায়গা দখল করে ছড়াতে মাটি জোর পূর্বক মাটি ভরাটকে ভরাট করছে বলে অভিযোগ উ ঠে এলাকাবাসীর তরফে। ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত দেবারুণ দাস বিগতদিনেও এই ছড়া ভরাট করার প্রয়াস সড়কের পাশে একটি ছড়া চালিয়েছিলো। সেই সময় আছে। এই ছড়ার উপর দিয়ে এলাকার প্রধান ও এলাকাবাসীর বর্ষাকালে জল নিষ্কাশিত হয়। হস্তক্ষেপে মাটি ভরাট করা সম্ভব বেতাগা এলাকায় সঠিকভাবে হয়নি। ফের কোনো এক অজানা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় থাকার কারণে সামান্য বৃষ্টিতে ছড়া ভরাট করার প্রয়াস চালানো

এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে জানান, ছড়া ভরাট করা হলে বর্ষার সময় সম্থ বেতাগা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়বে। তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এলাকাবাসীর গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে এলাকাকে জলমগ্ন হবার পথ থেকে রক্ষার জন্য শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকও স্থানীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হবেন। তারপর সকলে সুবিচারের প্রার্থনা করে সংবাদমাধ্যমের দারস্থ হন। এখন দেখার বিষয়, এলাকাবাসীর সুবিধার্থে প্রশাসন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

খবরের জেরে নৌকাঘাটে পুালশ

বিশালগড়, ২৩ নভেম্বর।। সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে নৌকাঘাট এলাকায় অনেকদিন ধরে একের পর এক বাইক চুরি হচ্ছিল। এ নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায়। একের পর এক ঘটনার পরও পুলিশ কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা নিয়েও

হামলার ঘটনায় গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার রাতে বিলোনিয়া শহরে দুষ্ণৃতিদের হাতে রক্তাক্ত হন তিন বিজেপি কর্মী। সেই ঘটনায় বিজেপি'র তরফ থেকে অভিযোগের আঙ্গুল তোলা হয় সিপিআইএম'র বিরুদ্ধে। বিলোনিয়া থানায় এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার নম্বর ৮৫/২১। পুলিশ এই মামলায় অভিযুক্ত চন্দন দে'কে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩৪১/১৪৮/১৪৯ এবং ৩৪ ধারায় মামলাটি রুজু করা হয়। তবে মামলার বাকি অভিযুক্তরা এখনও পলাতক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রশ্ন উঠে। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এ প্রতিদিন সেখানে পর্যটিকরা আসেন। নিয়ে বেশ কয়েকবার সংবাদ প্রকাশিত বাইক এবং অন্যান্য যানবাহনের নিরাপত্তার দায়িত্বে এখন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দাবি উঠেছিল বাইক পার্কিং-এর সামনে সিসি ক্যামেরা লাগানো হোক। শুধুমাত্র পার্কিং জোনেই নয়, গেট থেকে জলাশয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তায় ও আশপাশ জঙ্গলে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। তাই পুলিশের নিরাপত্তা এবং সিসি ক্যামেরার দাবি জোরালো হয়। পুলিশ সিসি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা না করলেও দু-তিনজন পুলিশকর্মীকে সেখানে নিয়োজিত করা হয়েছে। সিপাহিজলা একটি অন্যতম স্থান। কতটা কার্যকর হয়।

স্থানীয় লোকজনও নোকাঘাটে গিয়ে হয়। অবশেষে নৌকাঘাট এলাকায় স্ত্রমণ করেন। সাম্প্রতিক সময়ে নৌকাঘাট থেকে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি হয়েছিল। এমন অনেকেই অভিযোগ করেন বাইক পার্কিং করে ভেতরে গিয়ে কিছু সময় পর ফিরে এসে দেখা যায় বাইক উধাও। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও বাইক আর উদ্ধার হয়নি। এছাড়া ওই এলাকায় অসামাজিক কাজকর্মও বাড়তে থাকে। তাই এখন প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'জন টিএসআর জওয়ান এবং একজন পুলিশ কনস্টেবলকে নিরাপতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এখন দেখার, পুলিশের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুরি রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে এবং অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে

CORRIGENDUM against Notice Inviting Tender to construction of Chain link wire mesh fencing with RCC pillar (Spacing 2.5m X 2.5m) and C.C work at base running including fitting & fixing work in complete sha year 2021-22 under K cancelled. Quotation / SDFO(KG further www.forest.tripura. SDFO, Kumarghat ma

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued

D.N.I.T No. 33/EE/WR-III/UDP/DNIT/2021-22

ICA-C-2696-21

work in complete shape under CAMPA Scheme during th year 2021-22 under Kumarghat Forest Sub-Division is hereb cancelled. Vide No.F.3-48/Dev/Tender cancelled.						is hereby ender- .11.2021. rebsite:- O/o the
PF	RESS NOTICE INVITING TE	NDER NO: 11/EE/	WR-III/UDP/202	21-22	DATE: 19	.11.2021
SI. No.	Name of work / DA	Estimated Cost Earnest Money	Date of Selling	Last date of dropping	Date of opening	
1.	under Kakraban Block/ Hiring of Commercial					n 10.12.2021 at 3.30 PM, if Possible

O

N.B.: The detailed notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii], Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.

Sd/- Illegible (Er. M. MOG) **EXECUTIVE ENGINEER** WATER RESOURCE DIVISION-III **UDAIPUR, GOMATI, TRIPURA**

এবং শান্তিপূর্ণভাবে পুর ও নগর নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি নিয়ে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের

দ্বারস্থ হয় সিপিআইএম নেতৃত্ব। মঙ্গলবার বিলোনিয়ায় সিপিআইএম'র এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের সাথে দেখা করে তাদের দাবি উত্থাপন করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ কথা জানান দলের নেতারা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাসুদেব মজুমদার, তাপস দত্ত, সুধন দাস প্রমুখ। তারা বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে মনোনয়নপত্র জমা এবং প্রার্থীদের প্রচারে বিভিন্ন সময় বাধা দান করা হয়েছিল। এর পরও বিরোধীরা তাদের প্রচার চালিয়ে গেছেন। আগামী ২৫ নভেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপন করেছেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। তারা দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়াতে হবে। প্রতিটি গলি পথের মুখে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা প্রদানেরও ণবি জানিয়েছেন তারা। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সিপিআইএম নেতৃত্বকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে তারা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে বিলোনিয়াতেও বিরোধীরা বিভিন্নভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিলোনিয়া পুর পরিষদের একাংশ বাম প্রার্থীর বাড়িতে হামলাও হয়েছে। অন্য রাজনৈতিক দলের প্রাথী এবং সমর্থকরাও আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রতিটি ঘটনার পর পুলিশকে অভিযোগ জানানো হলেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি।এ নিয়েও সিপিএম নেতৃত্ব ক্ষোভ জানিয়েছেন। তারা সন্দিহান আদৌ পুর ও নগর নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে কিনা।

কারণ শাসকদল সর্বত্র আতঞ্কের

পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে বলে সিপিআইএম

নেতৃত্বের অভিযোগ।

রাজ্য নির্বাচন আয়োগ

ত্রিপুরা।।আগরতলা।।

- 🗫 আগামী ২৫ শে নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার, সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত সমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
- 🗫 ঐদিন নিজ-নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনার মূল্যবান ভোট প্রদান করুন।
- 🚓 ২৩ শে নভেম্বর, ২০২১ বিকাল চারটায় নির্বাচনি প্রচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর আইন অনুসারে আর ভোট প্রচার কার্য করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার না হলে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেই নির্বাচন ক্ষেত্র এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না।
- 🔹 কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সরকারি সকল বিধি নিষেধ মেনে চলুন।
- 🕏 নির্বাচনি প্রক্রিয়া অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA-D-1307-21

জানা এজানা শূন্যে ভাসা রেলগ



বাতাসের বাধা ছাড়া আর

কোনো বাধা নেই। অ্যারো

ডাইনামিক ডিজাইন করে

একেও শূন্যের কাছে নামিয়ে

আনা যায়। ট্রেন চালু করতে

শুরুতে একবার শক্তি দিলে সেটা দিয়েই অনেকক্ষণ চলা

যাবে। আর ইচ্ছে যদি থাকে

গতি দানব হওয়ার, তাতেও

শক্তি দিতে হবে সে জন্য।

এখন যে পরিমাণ শক্তি

ব্যবহার করে ময়মনসিংহ

সে পরিমাণ শক্তি দিয়েই

হয়তো ভারতের নয়া দিল্লি

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ চুম্বক

ব্যবহার করলে কি এটা হতো

না ? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ,

পরিবর্তন করা যায় না। আর

চলস্ত ট্রেনে তড়িৎচুম্বক বল

যুক্ত করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের

কাজ নয়। তাছাড়া, চলস্ত

ট্রেনে এত বিদ্যুৎ আসবে

কোথা থেকে? আর চুম্বক

তৈরি মোটামুটি সময়সাপেক্ষ

ও ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া।

সে তুলনায় সুপার কন্ডাক্টর

ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলো

শূন্যে ভাসা ট্রেন বানিয়েছে।

কিন্তু এর জন্য এক মাইল

যেতে যে খরচ পড়ছে, তা

দিয়ে কয়েক শ গাড়ি একটা

চার লেনের রাস্তা দিয়ে যেতে

এতটুকু পড়ে নিশ্চয়ই মনে

হচ্ছে, সুপার কভাক্টরের ট্রেন

এখনো চালু হচ্ছে না কেন?

সেই প্রাচীন সমস্যা! বিড়ালের

বেশ কার্যকর। তবু চুম্বক

চলে যাওয়া যাবে।

চুম্বকের মেরু সহজে

থেকে একটি ট্রেন ঢাকা যায়,

বাধা নেই। তবে আরও কিছটা

প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল রেলগাড়ি। মাটি না ছুঁয়ে। শূন্যে ভেসে ভেসে। বহু বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে চেষ্টা করছেন এ স্বপ্নটাকে সত্যি করতে। তাঁদের এই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে কক্ষ তাপমাত্রার সুপার কভাক্টর। সুপার কভাক্টর আবিষ্কৃত হয় প্রায় একশ বছর আগে, ১৯১১ সালে। পদার্থবিদ হেইক অনেস দেখতে পান, ২০ কেলভিনের কম তাপমাত্রায় কিছু কিছু পদার্থের রোধ প্রায় শূন্য। অর্থাৎ, ইলেকট্রনগুলো একদম বিনা বাধায় এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মাইসন ইফেক্ট। পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকে। এসব ইলেকট্রনের আবার স্পিন আছে। দুই রকমের স্পিন দেখা যায়। একটা স্পিন আরেকটার বিপরীত। অর্থাৎ একই শক্তিস্তরে থাকা জোড়বদ্ধ দুটো ইলেকট্রনের একটির স্পিন, ১/২ হলে অন্যটার হয় -১/২। আর চার্জযুক্ত কণার পরস্পর বিপরীতমুখী স্পিনের ফলে সৃষ্টি হয় দুরকম চৌম্বকক্ষেত্র। অর্থাৎ দুরকম মেরুর দেখা পাওয়া যায়। একটি উত্তর মেরু, অপরটি দক্ষিণ মেরু। কোনো পদার্থে বিশেষ কোনো মেরুর উপস্থিতি বেশি থাকলে এর একপ্রান্ত সেই মেরুর ধর্ম



প্রদর্শন করে তার বিপরীত গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কক্ষ মেরুর ধর্ম। এখন, দুটি তাপমাত্রার সুপার কভাক্টরই চুম্বকের সমমেরু যদি যে নেই! কাছাকাছি আসে, তবে সেটি এখন পর্যন্ত পাওয়া সুপার কভাক্টরটি মাইনাস ১৩৮ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তার মানে, একই মেরুর দুটো কেলভিন বা মাইনাস ১৩৫ ইলেকট্রনকে যদি কাছাকাছি কেলভিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার চুম্বক দর্পন (ম্যাগনেটিক আনা যায়, তাহলে সেণ্ডলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। মিরর) ধর্ম প্রদর্শন করে। সেটি এটাই মাইসন ইফেক্ট। শুন্যে হচেছ মার্বারিখ্যালিয়েমরেরিয়েমব্যালশিয়মব্পার ভাসা রেলগাড়ির মূল ভিত্তিও এটাই। অক্সাইড। তবে এটা এত কম নয়! তরল নাইট্রোজেন কোনো রেলগাড়ির বগির নিচে কয়েকটা সুপার ব্যবহার করে এই তাপমাত্রা সহজেই পাওয়া যায়, যার দাম কন্ডাক্টরের পাত আর রেললাইনে তড়িৎচুম্বক বল প্রায় দুধের সমান। এটি ৭৭ কেলভিন তাপমাত্রায় তরল। যুক্ত করে দিলেই হয়। তখন রেললাইনে বিদ্যুৎ বাড়িয়ে কিন্তু এত ঠান্ডা আর কমিয়ে রেলগাড়ির গতি বিপদজনক পদার্থ নিয়ে কেউ ট্রেনে উঠতে চাইবে না। নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু এই প্রযুক্তির কী দরকার? তাই এমন সুপার কন্ডাক্টরের এর সুবিধাগুলো কী কী? খোঁজ চলছে, যেটা আসলে রেলের চাকা আর কক্ষতাপমাত্রায় তার চুম্বক লাইনের পাতের মধ্যকার দর্পন ধর্ম প্রকাশ করবে। ঘর্ষণ এড়ানোর জন্য এই হতাশার কথা হলো, এ প্রযুক্তির আবির্ভাব। ধরনের পদার্থের রাসায়নিক রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন ধর্ম কেমন হবে তা ব্যাখ্যা যাবার পর স্পর্শ করলে দেখা করার মতো জ্ঞান আমাদের যায় কেমন গরম হয়। এর নেই। তাই খোঁজ চলছে ফলে নম্ট হয় প্রচুর জ্বালানি। 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' সুপার কভাক্টর এসে গেলে পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে এই জ্বালানি আর নম্ট হবে হয়তো আজই পাওয়া যেতে না। কেবল লাগবে বিদ্যুৎ, যা পারে অমূল্য বস্তু অথবা আসবে রেললাইনের পার্শে হাজার বছর পরেও নাও স্থাপিত সোলার প্যানেল পাওয়া যেতে পারে। তবে থেকে। এভাবে প্রায় বিনা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বে ঘটে যাবে আরেকটি শিল্প খরচে প্রাকৃতিক নবায়নযোগ্য সম্পদের সাহায্যে হাজার বিপ্লব। এর থেকে ভালো হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করা পদ্ধতি হচ্ছে, উপযুক্ত জ্ঞান যাবে। নিউটনের প্রথম সূত্রটি আহরণ করে এর রাসায়নিক বলে, কোনো গতিশীল বস্তুর ধর্ম ব্যাখ্যা করা। আর সে ওপর বল প্রয়োগ না করলে অনুযায়ী কক্ষ তাপমাত্রার সেটা সবসময় গতিশীল সুপার কভাক্টর তৈরি করা।

থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য

শূন্যে ভাসা ট্রেনের ক্ষেত্রে

স্থির বস্তুর জন্যও।

তাতে শুধু রেলগাড়ি নয়, ঘর্ষণ

জনিত সকল প্রকার শক্তি

অপচয় হ্রাস পাবে।

ইষ্কার করে দেখান: ব্রাত্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,২৩ নভেম্বর।।** নিজের দলের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার আগরতলার বিজেপি বিধায়ক সূদীপ রায়বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বকে 'শিশুসুলভ' বলে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করলেন তিনি। তাঁর ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিপ্লব তথা বিজেপি-র বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল। বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যকে তুলে ধরে আক্রমণ শানাচেছ তৃণমূলও। সুদীপের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে তারা বলেছে, এর থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ত্রিপুরায় অপশাসন চলছে। যার 'আওয়াজ' খোদ বিজেপি-র অন্দর থেকেই উঠছে। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি-র ভিতর থেকেই বলা হচ্ছে এখানে উন্নয়ন নেই। সন্ত্রাস চলছে। সুদীপবাবু বলছেন কেন্দ্রীয় মানে খোকা-খুকির দল আসলে

নেতৃত্বকে জানিয়েছি। কী ঘটছে রাজ্যে ওঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানেন না এটা হতে পারে? আসলে বাংলায় গোহারা হারার পর ত্রিপুরায় হারের ভূত দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব। গুন্ডারাজকে নীরবে মদত দিয়ে মুখরক্ষা করার চেষ্টা করছে ওরা।" পাশাপাশি, যে দলেরই ভোটার হন না কেন ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য তাঁদের তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কুণাল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও সুদীপের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "আজ ত্রিপুরার অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা সুদীপ যা বলেছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, ত্রিপুরায় একটি গুন্ডার দল বিজেপি। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন এই সরকার চলছে শিশুমূলক নেতৃত্বে। মাথায় বসে আছে খোকা বিপ্লব, খুকু প্রতিমা।



প্রধানত ডানপিটে, হার্মাদ এবং বজ্জাত। যেটা আমরা এত দিন বলছিলাম, এখন সুদীপ বলছেন।" পাশাপাশি তিনি বলেন, "তাই রাজ্য বিজেপি-র কাছে অনুরোধ, বিরোধী দলের উপর গুলি না চালিয়ে, পাথর না ছুডে, সাধারণ মানুষের উপর হামলা না করে সুদীপকে বহিষ্কার করে

দেখান। তবে বুঝব মুরোদ আছে।"একটা সময়ে ত্রিপুরায় তুণমূলের মুখ ছিলেন সুদীপ। পরে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। যখন বিপ্লব দেবের সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি আওয়াজ তুলছে, সেই সময় দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলে অস্বস্তি বাড়ালেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ।

ডাক তৃণমূল সুপ্রিমো'র কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা, গোয়া, উত্তরপ্রদেশের পর তৃণমূল 'মিশন এবার হরিয়ানা। দিল্লি থেকে সেই বার্তাই দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অশোক তানওয়ারকে পাশে নিয়ে তাঁর বার্তা, "বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর জোট গড়তে হবে। সকলে আমাদের সঙ্গে আসছেন, তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।" বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেছে তৃণমূল। তার পর থেকেই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের মাটি শক্ত করতে ঝাঁপিয়েছে ঘাসফুল শিবির। একের পর এক সর্বভারতীয়স্তরের নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এবারের দিল্লি সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত করতে যোগ দিলেন ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদ, হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অশোক তানওয়ার এবং প্রাক্তন জেডিইউ সাংসদ পবন বর্মা। এর পরই মমতার ঘোষণা, প্রয়োজন পডলে হরিয়ানা যাবেন তিনি। আপাতত হরিয়ানায় সংগঠন তৈরি ও দলীয় প্রচারের দায়িত্ব অশোক তানওয়ারের কাঁধেই দিয়েছেন মমতা বলেছেন, "আমি ওকে বলেছি আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। আমাকে ডাকলে আমিও যাব।" বলে রাখা ভাল, কৃষক আন্দোলনের জেরে হরিয়ানায় বিজেপির পায়ের মাটি কিছুটা হলেও নড়বড়ে। রাজনৈতিক মহল বলছে, বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করে সেই ক্ষতয় মলম দেওয়ার চেষ্টা

চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির। এমন পরিস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরের সেই নড়বড়ে

জমিতেই ঘাসফুল ফোটাতে চাইছে তৃণমূল। একইসঙ্গে গোটা দেশে

বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

তনুশ্রী, শ্রাবন্তীর পর বিজেপি ছাড়ছেন বনি

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। তনুশ্রী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে শ্রাবন্তী চটোপাধ্যায়, একে একে বিজেপি ছাডছেন তারকারা। তনশ্রী চক্রবর্তী, শ্রাবন্তীর পথেই কি হাঁটছেন বনি সেনগুপ্ত! জল্পনা তুঙ্গে। নির্বাচনের পর থেকেই সেভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যায়নি অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে। তাহলে কি এবার রাজনীতি থেকে বিরতি নেবেন অভিনেতা নাকি যোগ দেবেন অন্য কোন দলে? বনির বান্ধবী কৌশানি মুখোপাধ্যায় ও মা পিয়া সেনগুপ্ত যোগদান করেছেন তৃণমূলে। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন কৌশানী। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হন অভিনেতা। অন্যদিকে ভোটে প্রার্থী হননি বনি। তবে ভোটের প্রচারে যশের পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে আপাতত ছবির শুটিং নিয়েই ব্যস্ত তিনি। শোনা যায় মৌখিকভাবে নাকি তিনি বিজেপি নেতাদের দল ছাড়ার কথা জানিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত জল্পনাকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন বনি। বনির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, "না, আমি কাউকে কিছু জানাইনি। আপাতত রাজনীতি থেকে দূরে অভিনয়েই মন দিতে চাই"। বিজেপি ছাড়ার কথা অস্বীকার না করলেও বিজেপি থাকার কথাও মেনে নেননি তিনি। সব মিলিয়ে রাজনীতি থেকে দুরে থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে বনির কথায়। মঙ্গলবার বোলপুরে ছবির শুটিং করছেন অভিনেতা। রাজা চন্দের আগামী ছবি "আম্রপালি'তে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। বোলপুরের শুটে শেষ করে ২৫ নভেম্বর কলকাতায় ফিরবেন তিনি, পরের দিন পাড়ি দেবেন ঢাকায়। ঢাকাতেই শুট করছেন কৌশানি। নতুন বছরে বাবা অনুপ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন বনি ও কৌশানি।

উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন কোথায় হবে তা কি জনতা ঠিক করবে ?'

খানউইলকারের কথায়, ''সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিল এদিন।

উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন কোথায় হবে, তা কি জনতা ঠিক করে দেবে ? এবার কি বাসভবন নিয়ে আদালত?" সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্ট বিরোধী মামলাকারীকে এভাবেই তোপ দাগলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এএম খানউইলকার। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্ট বিরোধী আবেদনও খারিজ করে দেন বিচারপতি। দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে নতুন সংসদ ভবন 'সেন্ট্রাল ভিস্তা'। তৈরি হবে দেশের উ পরাষ্ট্র পতি, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনও। আর এই নয়া নির্মাণকাজের জন্য দিল্লির পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। অভিযোগকারীদের দাবি, জমির সবুজও। তাই নির্মাণকাজ বন্ধ করার আদালতে জমা পড়েছে একাধিক আবেদনও। মঙ্গলবার এরকমই এক আবেদনের শুনানি চলাকালীন মামলাকারীদের কার্যত ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি। শীর্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। "দেশের কিছুরই সমালোচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু সেই সমালোচনা অবশ্যই গঠনমূলক হওয়া দরকার।" শুনানি চলাকালীন আদালতে জনে-জনে মতামত জানতে চাইবে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার জানিয়েছেন, ''এই নির্মাণের (সেন্ট্রাল ভিস্তা) চারপাশে সবজের সমারোহ থাকছে। গাছপালার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।" এর পরই মামলাকারীদের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, "এটা কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হচেছ না। উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন তৈরি হচ্ছে। সেখানে সবুজ (গাছপালা) থাকবেই। নির্মাণকার্যের নীলনক্সা ইতিমধ্যেই ছাডপত্র পেয়ে গিয়েছে। এবার কি তবে জনে-জনে মতামত নেব আমরা ?" প্রসঙ্গত, সমাজকর্মী রাজীব সুরি আদালতের দারস্থ চরিত্র বদলে দেওয়ায় নম্ভ হবে হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, সেন্ট্রাল ভিস্তা নির্মাণের জেরে কিছু জমির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। শীর্ষ চরিত্র বদল করা হচ্ছে। যে জমি আমজনতার বিনোদনের জন্য ব্যবহার হত। যেখানে সাধারণ মানুষ প্রাতঃভ্রমণ সারতেন, ঘুরতে 'রেসিডেন্সিয়াল' করে দেওয়া আদালতের বিচারপতি এএম হচ্ছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাঁর

কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মুম্বাই, ২৩ নভেম্বর।। ফের বিতর্কে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। শিখ সম্প্রদায়ের কয়েকজন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে শিখ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছেন কঙ্গনা। অমরজিৎ সান্ধ নামে এক ব্যক্তি কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং শিরোমনি অকালি দলের নেতারাও সমর্থন করেছেন তাঁকে। ২১ নভেম্বর কঙ্গনার ইনস্টাথাম প্রোফাইলে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি পোস্ট দেখেই তাঁরা এই মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই পোস্টে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদকে 'খলিস্তানি আন্দোলন'-এর আখ্যা দেন কঙ্গনা। প্রতিবাদী কৃষকদের 'খলিস্তানি সন্ত্রাসবাদী' বলেন তিনি। শুরু

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রকাশ হোক 'কৃষি রিপোর্ট', প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি কমিটির

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। কেন্দ্রের কৃষি আইন সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের গড়া কমিটি এবার তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার আর্জি জানালো সুপ্রিম কোর্টের কাছে। সোমবার শীর্ষ আদালতের নিয়োগ করা ওই কমিটি একটি আলোচনায় বসেছিল। মঙ্গলবার ওই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেছে ওই কমিটির সদস্যরা। গত মার্চ মাসে কী রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, তা শীর্ষ আদালতকে প্রকাশ করার আর্জি জানিয়েছে ওই কমিটি। মহারাষ্ট্রের শেতকারী সংগঠনের নেতা অনিল ঘানাওয়াত প্যানেল বা কমিটির আর এক সদস্য অশোক গুলাটির সঙ্গে এই বিষয়ে জরুর বৈঠকও করেছেন। কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর গত জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবি

সময়েই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন অনিল ঘানাওয়াত, অশোক গুলাটি ও পিকে যোশী। গত মার্চ মাসে ওই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। তবে সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও সেই রিপোর্টের কথা জানায়নি। গত সেপ্টেম্বরেই অনিল ঘানাওয়াত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানাকে চিঠি লিখেছিলেন। রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা জানিয়েছিলেন ওই চিঠিতে। ওই রিপোর্ট যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করতে পারে সে কথা জানিয়েছিলেন। এরই মধ্যে কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে

অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলার পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। মোদি বলেছেন, 'আমি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি। হয়ত আমাদের ভাবনাতেই খামতি ছিল।' সংসদ অধিবেশনে এই কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এখন কথা, কৃষি আইন প্রত্যাহার হয়ে যাওয়ায় ওই রিপোর্টের আর কোনও মূল্য নেই। তবে সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে একাধিক সুপারিশ করা হয়েছিল কৃষক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। আর তাই সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানালো ৩ সদস্যের কমিটি। চিঠিও দেওয়া হয়েছে প্রধান

১৮ দেশে পালিত হবে 'মৈত্ৰী দিবস'

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, ২৬ জানুয়ারি দিল্লি যাবেন শেখ হাসিনা

মাছম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর।।। দ্বিপাক্ষিক স্-সম্পর্ককে বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় হাইকমিশন। ঢাকার বিদেশ জানান দিতে যৌথভাবে 'মৈত্রী' বা 'বন্ধুত্ব' দিবস পালন করছে ভারত ও 🏻 মন্ত্রক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বের যে ১৮টি দেশের রাজধানীতে যৌথ বাংলাদেশ। পাশাপাশি বিশ্বের আরও ১৮টি দেশের রাজধানী শহরে পালিত উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে তার মধ্যে ১০টিতে লিড বা মল আয়োজক হবে এ দিবস। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে শুরু দু'দেশের অটুট সম্পর্ককে বিশ্ববাসীর কাছে জানান দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে ঢাকা ও দিল্লি। এই দিবস সহ বাংলাদেশের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর নিশ্চিত। তিনি আগামী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আসবেন। এদিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হতে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পারেন শেখ হাসিনা। সবকিছু ঠিকমতো এগোলে আগামী বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতের ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রস্তাবটি নিয়ে দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক কথা হয়েছে। যদিও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে দিল্লি এলে এই অনুষ্ঠানে প্রথমবারের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব করবে। এর আগে বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হননি। ঢাকা ও নয়াদিল্লির কুটনৈতিক সূত্র বলছে, মৈত্রী দিবসের বর্ণাঢ্য আয়োজন ভারতের প্রাচীনতম থিংক ট্যাংক ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে, যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে শেখ রেহানাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তার সশরীরে অংশগ্রহণ এবং বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিডিও বার্তা পাঠানো হবে বলে নিশ্চিত করেছে ঢাকা। এ আয়োজন ছাড়াও নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন পৃথক সেলিব্রেশনের আয়োজন করছে। আর ঢাকায় বন্ধু দিবসের

হচ্ছে বাংলাদেশ। আর বাকি ৮টিতে সমুদয় আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ যে ১০ দেশে অনুষ্ঠান

অয়োজনের মূল দায়িত্বে রয়েছে তা হলো-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাভ, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড। আর অনুষ্ঠান আয়োজনে ভারত লিডে থাকছে ব্রিটেন, রাশিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম. ইন্দোনেশিয়া, কাতার, মিশর এবং সিঙ্গাপুরে। ঢাকার বিদেশ মন্ত্রক বলছে, হোস্ট কান্ট্রির আপডেট করা করোনা বিধিনিষেধ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রতিবন্ধক হয়ে

থেকে শুরু দু'দেশের অটুট সম্পর্ককে বিশ্ববাসীর কাছে জানান দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে ঢাকা ও দিল্লি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়

দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে এমন ১০ দেশে ঢাকা থেকে কালচারাল ডেলিগেশন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৭টি দেশেই एडिनराभन शांठारना याराष्ट्र ना करतानात विधिनिरयर्धत कातरण। यात অন্যতম হচ্ছে থাইল্যান্ড। দেশটির সরকারের তরফে যৌথ আয়োজনে ৫০ জনের বেশি অতিথি জড়ো না করার অনুরোধ করা হয়েছে। বাকি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-ওই ৬ দেশে অনুষ্ঠান এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

গুড় দিয়েই উজ্জ্বল হবে ত্বক, ঘন হবে

তৈরি করুন ফেসপ্যাক, হেয়ার মাস্ক

শরীরের জন্য গুড় বিশেষ উপকারী। তবে শুধু শরীরই নয় বরং ত্বকের জন্যও উপকারী গুড়। চিনির স্থানে গুড় ব্যবহার করলে সর্দি-কাশি দূর হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে গুড় অত্যন্ত উপকারী। এর পাশাপাশি ত্বক উজ্জ্বল করে নানা সমস্যা দূর করে এই মিষ্টি খাদ্যবস্তুটি। গুড় দাগ-ছোপ মেটাতে পারে। আবার চুলের জন্যও উপকারী এটি। অ্যাকনে ও পিম্পলে উপকারীঃ নিয়মিত গুড় খেলে

ইত্যাদি দূর হয়। মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গুড়কে রামবাণ মনে করা হয়। গুড়ের ফেসপ্যাক ত্বকের রঙ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অ্যাকনে, বলিরেখা এবং বার্ধক্যের চিহ্ন দূর করে। এমনকী নানা ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। এর জন্য ১ চামচ গুড়, ১ চামচ টমেটোর রস, অর্ধেক লেবুর রস, সামান্য হলুদ ও সামান্য গ্রিন টি মেশান। এটি ১৫ মিনিট মুখে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে নিন।

মুখের কালো ছোপ ও পিম্পলস

মুখের বলিরেখা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিরেখা দেখা দেওয়া শুরু করে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সম গুড় খেলে বলিরেখা দুর করা যেতে পারে। পাশাপাশি এর ফলে বয়সও কম দেখায়। মুক্ত র্যাডিক্যালগুলির সঙ্গে গুড় মোকাবিলা করতে পারে। চুলের পক্ষে উপকারী চুল ঘন ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে গুড়। গুড়ের সঙ্গে মুলতানি মাটি, দই ও জল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক বানিয়ে নিন। চুল ধোয়ার

এক ঘণ্টা আগে এটি লাগানো উচিত। তার পর ধুয়ে নিন। এর ফলে চুল ঘন ও উজ্জ্বল হবে। রক্ত পরিষ্কার হয় রক্ত পরিষ্কার না-হলে ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। গুড় রক্ত পরিষ্কার করে এবং অ্যানিমিয়া থেকে রক্ষা করে। রক্ত পরিষ্কার হলে শরীরে পিম্পলস আসে না। তাই প্রতিদিন গুড় খাওয়া উচিত। তবে স্থলতা ও মধুমেহর শিকার ব্যক্তিরা গুড় খাওয়ার আগে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেবেন।



গুড়ে নানা খনিজ ও ভিটামিন থাকে। যার ফলে এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে। গুড় খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দুর হয়। পেট পরিষ্কার হলে ত্বকও উজ্জ্বল হবে। ঈষদুষ্ণ জল বা চায়ে চিনির পরিবর্তে গুড় মিশিয়ে পান করতে পারেন।



ফিরে এলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,



२१० त्रात्न जय 'वाघिनीत्पत्र'

প্রথম বাংলাদেশি মহিলা হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি শারমিনের

হারারে, ২৩ নভেম্বর।। বাংলাদেশের পুরুষ ক্রিকেট দল খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও মহিলা ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের মুখে নিঃসন্দেহে হাসি ফোটাবে। শেষ এক সপ্তাহে বাংলার "বাঘিনী"-রা একের পর এক নয়া নজির গড়েছেন। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল শারমিন আক্তারের নাম। প্রথম বাংলাদেশি মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে শতরান করার নজির গড়লেন শারমিন আখতার।

জিম্বাবোয়েতে চলছে আইসিসি বাছাইপর্ব। সেখানে বেশ ভালো আয়োজিত মহিলাদের ৫০ ফর্মে আছে বাংলাদেশের মহিলা ওভারের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ ক্রিকেট দল। পাকিস্তানকে প্রথম তারা বড় রান করেছে। এই বিশাল



অবদান রয়েছে ওপেনার শারমিন আখতারের। এই ম্যাচেই তিনি প্রথম বাংলাদেশি মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে শতরান করার নজির গড়েছেন। এদিন নির্ধারিত ৫০ ওভারে বাংলাদশ পাঁচ উইকেটে ৩২২ রান করেছে। যা বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে মেয়েদের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ। এই প্রথমবার শারমিন এদিন ১৪১ বলে ১৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৫ বছরের ডানহাতি ব্যাটার ১১টি বাউন্ডারি মারতে সক্ষম হয়েছেন। সেইসঙ্গে ২৭০ রানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ।

স্কোর গড়ার পিছনে সবথেকে বড়

কবে শুরু হবে পরের আইপিএল, জানা গেল সম্ভাব্য দিনক্ষণ

চেন্নাই. ২৩ নভেম্বর ।। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ ক''দিন আগেই নিশ্চিত করেন যে, পরের বছর আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে ভারতের মাটিতে। এবার আইপিএল ২০২২ শুরুর সম্ভাব্য দিনক্ষণেরও ইঙ্গিত মিলল। পরের বছর আইপিএল শুরু হতে পারে ২ এপ্রিল। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ডিফেভিং চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের

ঘরের মাঠ চিপকে। এখনও সূচি চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি-সহ টুর্নামেন্টের অংশীদার দের বিসিসিআই প্রাথমিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে ২ এপ্রিল চেন্নাইয়ে আইপিএল শুরুর সম্ভাবনার কথা। এমনটাই খবর ক্রিকবাজের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের ১৫ তম আসরে অংশ নেবে ১০টি দল। ম্যাচ সংখ্যা দাঁড়াবে ৭৪। টুর্নামেন্টের দৈর্ঘ্য ছাড়াবে ২ মাস। সুতরাং, ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে জুনের প্রথম সপ্তাহান্তে। অর্থাৎ জুনের ৪ অথবা ৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হতে পারে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আইপিএল ২০২২-র খেতাবি

লড়াই। উল্লেখ্য, গত শনিবার দ্য

চ্যাম্পিয়ন্স কল নামে চেন্নাইয়ে

ভ্লাদিমির কোমানের পেনাল্টি গোলে হায়দরাবাদকে হারাল চেন্নাইয়িন

পানাজি, ২৩ নভেম্বর।। ভ্রাদিমির লডাইয়ের পরে তিন প্রেন্ট নিশ্চিত মিনিটের মাথায় অনিরুদ্ধ থাপাকে কোমানের একমাত্র পেনাল্টি গোল পার্থক্য গড়ে দিল চেন্নাইয়িন এফসি সামনে একাধিক সহজ সুযোগ নষ্টের বনাম হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে। কোমানের গোলে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ম্যাচে পরো পয়েন্ট তুলে নিল চেন্নাইয়িন। ৬৬ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপা দলের হয়ে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টিটি জিতে নেন। স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি কোমান। ব্যাস্বোলিমের অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামের ম্যাচে এক কঠিন

পশ্চিম জেলাভিত্তিক

খো খো অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ পশ্চিম জেলাভিত্তিক অনুধর্ব ১৭ বালক ও বালিকাদের খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। এদিন পুরাতন আগরতলা কোচিং সেন্টারে এই উপলক্ষ্যে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরের উপ-অধিকর্তা শিমল দাস, অপু রায় সহ অন্যান্যরা। বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জিরানিয়া, রানার্স সদর। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সদর, রানার্স জিরানিয়া। এদিন প্রতিযোগিতার পর পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়। বালক দলে নির্বাচিত খেলোয়াডরা হলো—অমিত দাস, পিন্ট সরকার, আকাশ দেবনাথ, কৈলাস দেববর্মা, অনুরাগ বিন, প্রকাশ ভৌমিক, দেবাশিস সাহা, রোহিত দাস, রাহুল দাস, হৃদয় দেবনাথ। স্ট্যান্ডবাই সাগর দেবনাথ, বিশাল দেব। নির্বাচিত দল

রাজ্যভিত্তিক আসরে পশ্চিম

জেলার হয়ে অংশগ্রহণ করবে।

খেসারত দিতে হল হায়দরাবাদ দলকে। হায়দরাবাদ দলের ভারতীয় ফুটবলারদের গড় বয়স ২৪। ফলে অপেক্ষাকৃত নবীন ফুটবলারদের নিয়ে গড়া হায়দরাবাদ দল এদিনের ম্যাচে যথেষ্ট গতিময় ফুটবল খেলে। নার্জারি চোট পেয়ে উঠে যাওয়ার ধীরে হারাতে থাকে হায়দরাবাদ। বিরতিতে দুই দল ০-০ অবস্থায় ড্রেসিংরুমে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৫

করল চেন্নাইয়িন। বিপক্ষের গোলের বক্সের মধ্যে হিতেশ শর্মা ফাউল করে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় চেন্নাইয়িন। পেনাল্টি থেকে বলকে জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি এএস মোনাকোর প্রাক্তন ফুটবলার ভ্লাদিমির কোমান। চেন্নাইয়িন লিড নেওয়ার ফলে মানোলো মার্কেজ চারটি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ৭৭ তবে ১০ মিনিটের মাথায় হালিচরন মিনিটে রোহিত দানু, সাহিল তাভোরা, জাভি সিভেরিও এবং পরেই ম্যাচে মিডফিল্ডের দখল ধীরে জোয়েল চিয়ানিজকে মাঠে নামানো হলেও তাঁরা বিপক্ষের গোলের মুখ খুলতে না পারার ফলে ১-০ ব্যবধানে ম্যাচ হারতে হয় হায়দরাবাদ দলকে।

ম্যাচে নজির গড়ে হারিয়েছে তারা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচেও



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পাওয়ায় দলের পক্ষে বোঝাপড়া ফলাফলের জন্য গোটা দল আগরতলা, ২৩ নভেম্বরঃ পূর্বোত্তর গড়ে তোলা সমস্যা হবে। দলের আপ্রাণ চেষ্টা করবে বলে জানা মঙ্গলবার মণিপুরের উদ্দেশ্যে কয়েক দিন শিবিরে উপস্থিত ছিল রণেশ দেববর্মা। সহ-অধিনায়ক রওয়ানা হলো রাজ্য দল। ২২ জন ফুটবলার ছাড়াও দলের সাথে গিয়েছেন কোচ ডিকে প্ৰধান এবং কৌশিক রায়। কৌশিক রায় জানিয়েছেন, গ্রুপে মণিপুর এবং মিজোরাম অত্যন্ত শক্তিশালী দল। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডও খারাপ নয়। তারপরও রাজ্য দল ভালো খেলার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তিনি আশা করছেন, দল ততটা দলের ম্যানেজার কৌশিক রায়ের খারাপ ফল করবে না। যদিও আশঙ্কা একটাই, দলের উঠবে।ইস্ফলের খুমান লাস্পাক এটাও স্বীকার করেছেন যে, বোঝাপড়া নিয়ে হয়তো সমস্যা স্টেডিয়ামে এই পূর্বোত্তর সন্তোষ পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ না দেখা দেবে। তারপরও ভালো ট্রফির ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

২২ জন ফুটবলারের মধ্যে প্রথম মাত্র ৭ থেকে ৮ জন। এরপর ১-২ জন করে ফুটবলার বৃদ্ধি পেয়েছে শিবিরে। আর পুলিশের ৫ ফুটবলার কে এক দিনের ত্রিপুরা। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজ্য দল জন্যও অনুশীলনে পাওয়া যায়নি। টালবাহানার কারণে প্লিশ ফুটবলাররা অনুমতি পেয়েও শেষ সময়ে শিবিরে যোগ দেয়। তাই

বাদল দেববর্মা। আগামী ২৮ নভেম্বর প্রথম মিজোরামের মুখোমুখি হবে খেলেবে মণিপুরের বিরি৽দ্দে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের কিছুটা ম্যাচটি হবে ৩০ নভেম্বর। ২ ডিসেম্বর গ্রুপের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে রাজ্য দল খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রতি গ্রুপ থেকে ২টি দল সেমিফাইনালে

ক্রকেট নিয়ে হেলদোল

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি.** থাকতো। এই অবস্থায় গত বছরের ফিরিয়ে আনা। টিসিএ হলো রাজ্য নিয়ে একবার ও বৈঠক করার আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ গত বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে সমস্ত ধরনের ঘরোয়া ক্রিকেটই বন্ধ ছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনুকৃল। বিসিসিআই-ও বিভিন্ন আসর পরিচালনা করছে। কিন্তু টিসিএ কেবল মাত্র কয়েকটি বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা করেই দায়িত্ব খালাস করতে চাইছে বলে অভিযোগ। সদর কিংবা মহকুমাস্তরে সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে তাদের কোন হেলদোল নেই। সেপ্টেম্বরে দলবদল হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওই সময় খুব সহজে দলবদল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করা যেতো। অভিযোগ, টিসিএ-র তরফে এই অনীহা ক্রিকেট ক্লাবগুলিকে বিপদের भूर्थ र्रुटल फिरुष्ट्। मीर्घिफन थरत রাজ্যের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করে আসছে এসব ক্লাবগুলি। বিভিন্ন প্রতিভাবান মহকু মার খেলোয়াড়দের আগরতলা লিগে খেলানোর সুযোগ করে দিতো এই ক্লাবগুলি। সদরের এই ক্লাব ক্রিকেট শুধুমাত্র সদরের ছিল না। গোটা রাজ্যের ক্রিকেটাররাই সদর

ক্লাব ক্রিকেটের দিকে তাকিয়ে

পর এবারও ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে অনিশ্চয়তায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে ক্রিকেট মহল। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সময় প্রকৃত প্রতিভাবান ক্রিকেটারের অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফল জাতীয় আসরগুলিতে ভালো মতোই টের পাচ্ছে ত্রিপুরা। গত ২০ নভেম্বর টিসিএ-র তরফে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, গত বছরের অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের ফাইনাল অনুষ্ঠিত করা। পাশাপাশি অন্ধৰ্ব ১৪ এবং আভঃ স্কুল ক্রিকেট নিয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কিন্তু সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। কয়েক মাস আগে ক্লাবগুলির তরফে ক্লাব ক্রিকেট চালুর দাবি জানানো হয়েছিল। যদিও তাতেও টিসিএ-র টনক নড়েনি। বরং তাদের তরফে বলা হয়েছে, হাতে-গোনা কয়েকটি ক্লাব নাকি নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছে। বাকি ক্লাবগুলি সব সময়ই টিসিএ-র বর্তমান কমিটির পক্ষে রয়েছে। কে পক্ষে কিংবা কে বিপক্ষে সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হলো ক্লাবগুলিকে ক্রিকেটের মূলস্রোতে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। কোন রাজনীতির আখড়া নয়। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদেরই সর্বদা প্রাধান্য পাওয়ার কথা। ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেদন, টিসিএ তাদের রাজনীতির খোলস ছেড়ে এবার প্রকৃত ক্রিকেট উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করুক। করোনা এবং টিসিএ-র অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ফলে গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্য ক্রিকেটের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অবিলম্বে পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে অবস্থা আরও জটিল হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টিসিএ-কেই সর্বদা কাঠগড়ায় তুলবে। নভেম্বর মাস পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। শুধু তাই নয়, মহকুমাগুলিতেও নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যে, টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা যাবে না। ফলে মহকুমাগুলিও হাত গুটিয়ে বসে আছে। শহরের ক্লাবগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। এসব বনেদি ক্লাব রাজ্যের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রিকেটের জন্যই গোটা রাজ্য জুড়ে তাদের পরিচিতি। অবাক করার মতো বিষয় হলো, ক্লাবগুলিকে

জোরালো হয়ে উঠছে।

প্রয়োজন মনে করেনি টিসিএ। এক আজীবন সদস্য বলেছেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, টিসিএ আদৌ ক্লাব ক্রিকেটের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। এটা অনেক ভালো হবে যদি তারা ক্লাবগুলির সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসে।ক্লাব ক্রিকেট করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ নেই কেন ? এই বিষয়টা অন্তত প্ৰকাশ্যে আসুক। ক্লাবগুলি যেখানে সর্বদাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত সেখানে টিসিএ কেন আগ্রহী নয়? অনৃধর্ব ১৪ বা আতঃ স্কুল ক্রিকেটের প্রয়োজন আছে অবশ্যই। কিন্তু সিনিয়র ক্রিকেটকে অবহেলা করে নয়। টিসিএ বর্তমানে তাই করছে। শহরের বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার অসংখ্য ক্রিকেটার ক্লাব লিগে অংশগ্রহণ করে। এভাবেই উঠে আসে প্রতিভা। এরই পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেটও। যে কমিটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত ব্যাপারে উৎসাহী নয় সেই কমিটি রাজ্য ক্রিকেটকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে? এই প্রশ্নটাই এখন

আন্তর্জাতিক শিরোপা জয়ের খরা মহম্মদ সালাহর।উল্লেখ্য, সোমবার লেওয়ানডোস্কি, পিএসজি তথা দেশ আর্জেন্ডিনার দীর্ঘ ২৮ বছরের স্বিভার পুল ক্লাবের হয়ে খেলা জর্জিনহাে, বায়ার্নের রবার্ট প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, পারলো না। অবশ্য পেস বোলার ব্যাটসম্যানদের উপর কোন চাপই ওভারের ম্যাচে অতিক্রম করা কেন স্পিনাররাও এদিন ব্যর্থ। আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ প্রথম ম্যাচেই চণ্ডীগড়ের কাছে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো ত্রিপুরার অনুধর্ব ২৫ দল। আসর শুরুর আগে যে আশঙ্কা করেছিল সবাই সেটাই সত্যি হলো। শেষ সময়ে কোচ বদলের ব্যাটসম্যান। পরিণাম খুব সুখকর হবে না। এমনটাই আশঙ্কা ছিল। ক্রিকেটাররা জানতো কোন কোচের অধীনে বড় জুটি হয়েছে। এখানেই পার্থক্য ওয়ানডাউনে নামে শ্রীদাম পাল। হাতেও সফল চণ্ডীগড়ের যুবরাজ খেলতে হবে। কিন্তু আগরতলা ছাড়ার দুই দিন আগে হঠাৎ তারা জানলো যে কোচের অধীনে তারা

জগমিত ৩৩ রানে ফিরে যাওয়ার পর অপর ওপেনার অর্শলন ইনিংসের হাল ধরে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে এই চণ্ডীগড়ের টপঅর্ডারের প্রত্যেক ব্যাটসম্যান রান পেয়েছে। একটার পর একটা রমন বিষ্ণোই (৪৮), অমৃত লাল স্বীকৃত ব্যাটসম্যান রান পাওয়ায় খুব সহজেই রানের পাহাড়ে পৌঁছে যায় চণ্ডীগড়। ত্রিপুরার হয়ে শংকর পাল ২টি উইকেট নেয়। এছাডা ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, বিক্রম দেবনাথ, শুভম ঘোষ ১টি করে উইকেট পেলেও

তৈরি করতে পারেনি। বিশাল

অত্যন্ত কঠিন।ফলে শুভয়-বা চেষ্টা করলেও কোন লাভ হয়নি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২১ রানে থেমে যায় ত্রিপুরা। বিক্রম দেবনাথ (৪৬), শুভম ঘোষ গুজরাটের বিরুদ্ধে। আরও একটি শক্তিশালী দলের মুখোমখি হচ্ছে ত্রিপুরা। পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে নাকি জয়ের মুখ দেখবে শুভম-রা সেটাই দেখার।

ক্রিকেটারদের নানা হুমকির প্রভাব পড়ছে জাতীয় আসরে

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ কেরালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েও মাঝ পথেই প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পাণ্ডবদের মতো উদীয়ান-দের শর্ত হচ্ছে, ক্রিকেটাররা যাতে খোল ফিরে আসতে হলো রাজ্যের আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ একদিকে সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলকে। যখন অন্য রাজ্যের বাতিল কেরালায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় ক্রিকেটার কেবি পবন বা অবসরে সিনিয়র মহিলা ফুটবল। সেই লক্ষ্যে চলে যাওয়ার দুই বছর পর রাহিল গত ২০ নভেম্বর আগরতলা থেকে শাহ-কে অতিথি ক্রিকেটার হিসাবে রওয়ানা হয় দলের সদস্যরা। টিসিএ রাজ্যে ডেকে এনেছে তখন জলপাইওঁড়ি পৌঁছানোর পরই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অন্যতম বিপত্তি দেখা দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশে সফল রাজ্যের ছেলে উদীয়ান প্রবল বন্যার কারণে দক্ষিণ বোস-কে বার বার দলের বাইরে ভারতগামী সমস্ত রেল বাতিল করে পাঠাচেছ টিসিএ। টিসিএ-র দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। রেললাইনও যুগ্মসচিবের সাথে নাকি উদীয়ান-র নাকি জলের তলায় ডুবে রয়েছে। সম্পর্ক ততটা ভালো নয়। উদীয়ান এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নাকি যুগ্মসচিবকে স্যার স্যার বলে নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত রেল বাতিল মাথানত করতে রাজি নয়। করা হয়। এরপরই ত্রিপুরার ফুটবল অভিযোগ, যেহেতু বর্তমান সময়ে দলের সমস্যা দেখা দেয়। সেদিন ধৃতরাষ্ট্র টিসিএ-তে দুর্যোধনের রাতেই বিকল্প ট্রেনে গুয়াহাটি রাজত্ব চলছে তাই নাকি পাণ্ডব-দের রওয়ানা হয় তারা। সোমবার বনবাসের মতো উদীয়ান-রও সকালে গুয়াহাটি পৌঁছায়। সেদিন বনবাস পর্ব চলছে। তবে রাতে সড়ক পথে রওয়ানা হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন শেষ পর্যন্ত আগরতলার উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পরাজয় হয়েছিল দুপুর নাগাদ তারা আগরতলায় এবং পাণ্ডবরা আবার ক্ষমতায় আগরতলায় ফিরেছিল তেমনি নাকি আগামী ১০ পৌঁছানোর পর সব ফুটবলারদের মাস পরই টিসিএ-তে ক্ষমতার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পালাবদল নিশ্চিত এবং সেখানে

অনেক কোচ, প্রাক্তন ক্রিকেটার, আজীবন সদস্য এবং টিসিএ-র কোন কোন সদস্য মনে করেন যে, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ছাডা ক্রিকেট কেন কোন কিছুতেই সাফল্য বা কর্তাদের সম্মান পাওয়া সম্ভব নয়। টিসিএ-র দুর্যোধন, দুঃশাসন-রা যদি মনে করে যে, অনৈতিকভাবে ক্রিকেটকে চালাবেন তাহলে তারা ভূল করছেন। টিসিএ-র কয়েক জন আজীবন সদস্য বলেন, এখন যা চলছে বা যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে টিসিএ-তে এক জন ধৃতরাষ্ট্র আছেন আর তার ব্যর্থতায় টিসিএ-তে দুর্যোধন, দুঃশাসন-রা রাজত্ব চালাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, কেন টিসিএ-র কোন কর্তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হবে ক্রিকেট। কেন উদীয়ান-রা প্রতিহিংসার শিকার হবে ? কেন প্রথম একাদশ গঠনে কি কোন পক্ষের বা ক্লাবের ক্রিকেটার তা দেখা হবে? এতে তো রাজ্য ক্রিকেট ধবংস হচ্ছে। জাতীয় ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়ার অন্যতম

রাজ্যে দলে ফেরা সম্ভব হবে। মনে খেলতে পারে। যোগ্য দল যেন গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যুগ্মসচিবের পছন্দের ক্রিকেটার হলেই সরাসরি দলে আর কোন অপছন্দের ক্রিকেটার থাকলে বাদ। প্রশ্ন হচ্ছে, পবন, রাহিল, সুমিত-রা অন্য রাজ্য থেকে উডে এসে ত্রিপুরা দলে সুযোগ এবং কেউ দলের অধিনায়ক হতে পারলে উদীয়ান কেন বাদ? অভিযোগ, এভাবে প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি আসলে ত্রিপুরা ক্রিকেটকে দুর্বল করে যাচ্ছে। আর নির্বাচকরা টাকার লোভে অনৈতিক কাজে অংশ নিচ্ছেন। ত্রিপুরার বর্তমান ক্রিকেট নাকি আতঙ্কের মধ্যে চলছে। টিসিএ থেকে নাকি প্রতিটি দলে আতঙ্ক তৈরি করে রাখা হয়েছে। ক্রিকেট কর্তাদের তালিবানি শাসনে ক্রিকেটাররা নাকি নিজেদের খেলা ভূলে যাচছে। বিস্ময়কর কথা হচেছ, মরশুমের মাঝে নাকি ফিটনেস ক্যাম্প চালাচ্ছে টিসিএ। জাতীয় আসরে ব্যর্থতার কারণ নাকি ফিটনেস।

ফিফা-র বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে সালাহ

বার্ন, ২৩ নভেম্বর।। মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো, সালাহ না অন্য কেউ হবেন এই মরসুমের ফিফার বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার ? উত্তর জানতে আর মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত প্রতি বছরের মতো এই বছরেও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কারের জন্য ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সদ্য কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতে লাতিন আমেরিকার

এতদিন অনুশীলন করেছে সেই

কোচকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেকোন দলের ক্রিকেটাররাই এসব

খবরে একটা মানসিক চাপের মুখে

পড়বে। সেই চাপ থেকে বেরিয়ে।

আসতে হলে দরকার উপযুক্ত

ভোকাল টনিক। দুর্ভাগ্য, অনূর্ধ্ব

২৫-র বর্তমান দলে এই ধরনের

কোন ব্যক্তিত্ব নেই যে

ক্রিকেটারদের ভোকাল টনিকের

মাধ্যমে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে

তুলতে পারবে। ফলে সম্ভাবনাময়

একটি দল প্রথম ম্যাচেই মুখথুবড়ে পড়লো। অনূধ্ব ২৫-র বর্তমান

দলটা খুব খারাপ নয়। বলা যায়, অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দল। কিন্তু দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যদি নষ্ট

হয়ে যায় তবে ক্রিকেটাররা আর কি

করবে? জাতীয় ক্ষেত্রে চণ্ডীগড়

এমন কোন বড় শক্তি নয়। অথচ

সেই দলের কাছেই এককথায়

বিধ্বস্ত হলো ত্রিপুরা। ব্যাঙ্গালুরুর

আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে

অনুধর্ব ২৫ জাতীয় একদিনের

ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচে চণ্ডীগড়ের

কাছে ১৩৪ রানে হারলো ত্রিপুরা।

ব্যাটসম্যানরা মোটামুটিভাবে লড়াই

করেছে। কিন্তু দলের বোলিং এদিন

পুরোপুরি ফ্লপ। অবশ্য পিচের চরিত্র

বুঝতেও হয়তো ভুল করেছে টিম

ম্যানেজমেন্ট। তাই টসে জিতে

ফিল্ডিং-র সিদ্ধান্ত নেয় ত্রিপুরা। এই

সিদ্ধান্তই দলকে ডুবিয়ে দিলো।

জানা গেছে, প্রথম দিকে পিচ বেশ

স্বাভাবিক ছিল। ৫০ ওভারের পর

থেকেই পিচ স্লো হয়ে যায়। পিচের

চরিত্র বুঝতে ভুল করাতেই এরকম

হাল হয়েছে। এমনিতেই

ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা চাপ

রয়েছে। তার উপর প্রতিপক্ষের

৩৫৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা। দুইয়ে

মিলে বিধ্বস্ত হতে হলো ত্রিপুরাকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চণ্ডীগড়

৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৫৫

রান করে। ওপেনার জগমিত সিং

এবং অর্শলন খান শুরুতেই বড়

রানের ভিত গড়ে দেয়। ত্রিপুরার

পৌছেছে।

কাটানো লিওনেল মেসির প্রত্যাশামতো জায়গা হয়েছে এই মনোনয়নের তালিকায়। তাঁর সঙ্গে এই তালিকায় রয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড তথা ক্লাব ফুটবলে মেসির সতীর্থ নেইমার জুনিয়র। জায়গা হয়েছে সদ্য ম্যাঞ্চেস্টারে পা রাখা পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এই তিন মহারথীর সঙ্গে মনোনয়ন তালিকাতে জায়গা হয়েছে মিশরীয় তারকা ফুটবলার হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী

২০২১ সালের 'দ্য বেস্ট ফিফা ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড কিলিয়ান মেনস প্লেয়ার' নির্বাচন করার জন্য এমবাপে ও রিয়াল মাদ্রিদের তারকা প্রাথমিকভাবে তাদের অফিশিয়াল ফুটবলার করিম বেঞ্জেমারা। ওয়েবসাইটে ১১ জন ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে সেখানে মেসি-রোনাল্ডো-নেইমার-সালাহ সহ মোট ১১ জন ফুটবলারের নাম রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন ইতালির হয়ে ইউরো ও চেলসির

একনজরে দেখে নিন ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে থাকা ১১ জনের তালিকা:-

১) লিওনেল মেসি (আর্জেন্ডিনা ও পিএসজি) ২) ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড) ৩) নেইমার (ব্রাজিল ও পিএসজি) ৪) জর্জিনহো

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ত্রপুরাকে উড়িয়ে দিলো চণ্ডীগড

রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামে ত্রিপুরা। দরকার ছিল একটি জবরদস্ত ওপেনিং জুটি। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেতে থাকে ত্রিপুরা। দুই ওপেনার বিক্রম দাস (২), তন্ময় (৪৩), চন্দন রায় (৩৮) ত্রিপুরার দাস (৭) দ্রুত ফিরে যায়। ত্রিপুরার স্থারে উল্লেখযোগ্য রান করে। ব্যাট উপর আরও বড় চাপ তৈরি হয়। হাতে সাফল্য পাওয়ার পর বল তৈরি হয়েছে। তরণপ্রীত সিং (৬৪), অর্কপ্রভ সিনহা-কে (১৫) সাথে চৌধুরী। ৪৮ রানে তুলে নেয় ৪টি নিয়ে চাপ কাটানোর চেস্টা করে। উইকেট। আগামীকাল জাস্ট (৪৬), যুবরাজ চৌধুরী (৩৯) সমস্ত যদিও সফল হয়নি। শ্রীদাম ৩২ রান ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দ্বিতীয় করে ফিরে যায়। তখনই নিশ্চিত ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে হয়ে যায় ম্যাচের ফলাফল কি হতে যাচ্ছে। দলনায়ক শুভম ঘোষ, চন্দন রায়, বিক্রম দেবনাথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫৬। যা ৫০

পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফি ফুটবল

প্রস্তুতিহীন অবস্থায় মণিপুর গেলো রাজ্য দল, টিএফএ-র ভূমিকায় প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ত্রিপুরার পরাজয় আগেই নাকি ঠিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, দল **আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ঃ** জাতীয় সিনিয়র সস্তোষ ট্রফি ফুটবলের পূর্বোত্তর জোনে ত্রিপুরার অভিযান শুরু হবে আগামী ২৮ নভেম্বর। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে আয়োজিত এই পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে ত্রিপুরাকে 'বি' গ্রুপে জায়গা দেওয়া হয়েছে। 'বি' গ্রুপে স্বাগতিক মণিপুর ছাড়া রয়েছে ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড। বলতে দ্বিধা নেই ত্রিপুরা ভীষণ কঠিন গ্রুপে খেলবে। ২৮ নভেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মিজোরাম যারা বর্তমান সময়ে দেশের অন্যতম শীর্য ফুটবল রাজ্য দল। সস্তোষ ট্রফিতে ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন মিজোরাম। এছাড়া আই লিগে খেলছে মিজোরামের দল। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে স্বাগতিক মণিপুর। ভারতীয় ফুটবল এবং সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মণিপুর। ৩০ নভেম্বর ত্রিপুরা বনাম মণিপুর ম্যাচ। ২ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বনাম নাগাল্যান্ড। বর্তমান সময়ে নাগাল্যান্ড কিন্তু জাতীয় ফুটবলে বেশ ভালো জায়গায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অতীতে যে ত্রিপুরা মিজোরাম, নাগাল্যান্ডকে হারিয়েছে আজ সেই মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের কাছে

মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। ঘটনা হচেছে, মণিপুর রওয়ানা হওয়ার আগে দল হিসাবে ত্রিপুরা এখানে কত দিন এক সাথে প্র্যাকটিস পেয়েছে? জানা গেছে, ২-১ দিনের প্র্যাকটিস নিয়েই নাকি ত্রিপুরা গেলো মণিপুর। তবে বড় বিষয় হচ্ছে, ত্রিপুরা দলে পুলিশের যারা দুই দিন আগে ক্যাম্পে যোগ দিয়ে মণিপুর খেলতে গেলো তারা আদতে কতটা তৈরি ? তারা ফুটবল থেকে কতদিন ধরে বাইরে? মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড যখন দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় ফুটবলে খেলতে যাচ্ছে তখন ত্রিপুরার এই ছন্নছাড়া অবস্থা কেন? কেন রাজ্য দল ২-৩ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় আসরে খেলতে যাচ্ছে? এছাড়া জাতীয় আসরে খেলতে যাওয়ার আগে টিএফএ কেন ত্রিপুরা দলের একাধিক প্র্যাকটিস ম্যাচের আয়োজন করলো না। গত কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের ফুটবলাররা বিশেষ করে সিনিয়র দলের সদস্যরা সে পুরুষ হোক বা মহিলা তারা কিন্তু রাজ্য দলের ক্যাম্পে সময় মতো যোগ দেয় না। রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের যেন

হয়ে যাচ্ছে। আজ ত্রিপুরা দল স্বওয়ানা হওয়ার ২-৩ দিন আগে ক্যাম্পে এসে যোগ দেওয়া। এখানে টিএফএ-র ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি। গত কয়েক বছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে যাচেছ। কিন্তু কোন বছরই টিএফএ কিন্তু সতক হয় না। টিএফএ যাদের ক্যাম্পে ডাকে তারা যেন টিএফএ-কে পাতাই দেয় না। পরে বাবা-সোনা ডেকে ডেকে ক্যাম্পে আনতে হয়। দেখা গেছে, টিএফএ-ও আর্থিক কারণে লম্বা সময়ের জন্য ক্যাম্প ডাকার জন্য তৈরি হয় না। এছাড়া ভিন্রাজ্যের ছেলেদের রাজ্য দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য টিএফএ সময় মতো তার উদ্যোগ নেয় না। আজ ত্রিপুরা দল যে মণিপুর রওয়ানা হয়ে গেলো সেই দলের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা ? গ্রুপ লিগে মিজোরাম, মণিপুর বা নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা কতটা ভালো খেলা আশা কেরে? প্রতি বছর দল হেরে এলেই বলা হয় যে, এবার লম্বা প্রস্তুতি নিয়ে দল পাঠানো হবে। কিন্তু দেখা গেলো, প্রতি বছরের মতো এই বছরও একই হাল। এখন দেখার, ইম্ফলে ত্রিপুরার ছেলেরা কতটা রাজ্যের সম্মান রক্ষা করতে পারে।

পেস বোলাররা কোন দাগই কাটতে স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় টোখুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (এ৯১০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা – ৭৯১০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা (থকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

PRATIBADI KALAM, Wednesday, 24 November, 2021, প্রতিবাদী কলম, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বুধবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২১

দলীয় কর্মীদের হত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারে যব মোর্চার প্রাক্তন সহ-সভাপতি নিপু ঘোষ। বহু মামলায় অভিযুক্ত নিপুকে বুধবারই বেলা ২ টায় পূর্ব থানায় হাজির হতে নোটিশ ধরি য়ে ছেন তদন্তকারী সাবইনসপেকটর অভিজিৎ মণ্ডল। বিজেপির দুই কর্মীকে পিস্তল নিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ নিপুর বিরুদ্ধ। নিপুর মারে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাসক দলের দুই সক্রিয় কর্মী। টিংকু রায়ের গ্রুপের দুই বিজেপি কর্মীকে দুইদিন আগেই চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় বেধড়ক পেটানো হয়। পিস্তল নিয়ে দু'জনকে খুনেরও চেষ্টা করা চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় জখম



হয়েছিল। দু'জনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান এলাকাবাসীরা। পরে যুব মোর্চার নেতা ভিকি প্রসাদ-সহ কয়েকজন গিয়ে দুই কর্মীকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। ওইদিনই বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে হয়েছিলেন ঠিকেদার শিবু সাহার ভাই রামু সাহা। ওইদিন রাতেই বিজেপির দুই কর্মীকে বেধড়ক পেটানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পূর্ব থানার পুলিশ জানতে পারে স্বদলীয় আক্রমণেই জখম হয়েছেন দুই কর্মী। দলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা বহু মামলায় অভিযুক্ত নিপু ঘোষ তার বাহিনী নিয়ে বিজেপির দুই কর্মীকে খুনের চেষ্টা করেছে। তাদের হাতে পিস্তলও ছিল। যথারীতি পুলিশ এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩২৫, ৩৮৪, ৩০৭, ৩৪ এবং ২৫ অস্ত্র মামলায় মামলা নেয়। মামলার নম্বর ১৬০/২০২১।মঙ্গলবারই পূর্ব থানায় মামলাটি গ্রহণ করে নিপু ঘোষকে সিআরপিসি'র ৪১(এ) এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রার্থীর বাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। প্রতিশ্রুতি অনেক, আদালতের রায়ও বহাল আছে। তবে রাজনৈতিক সম্ভ্রাস বন্ধ নেই রাজ্যে। আগরতলা পুর নিগমের ৩৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না মল্লিকের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাঁর বাডিতে হামলা সংঘটিত করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌছেছে পুলিশ। তার আগেও এই বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে, প্রার্থীর অভিযোগ হামলাকারীরা শাসক দলের আশ্রিত দুৰ্বৃত্ত বাহিনী। তবে, শাসক দল এই নিয়ে নীরবতা পালন করছে।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সস্তানও তাকে চিরতরের জন্য **ধর্মনগর, ২৩ নভেম্বর।।** ছেলেটির হারিয়ে ফেলবেন সেটাও ছিল বয়স ৮ বছর এবং মেয়েটি ১০ কল্পনার বাইরে। ভাগ্যের নির্মম বছরের। তাদের দু'জনকে প্রতিদিন পরিহাসে ওই মাঝবয়সি মহিলা বিদ্যালয়ে পৌছে দেন মা পানিসাগরের রৌয়া পার্কের সামনে লিয়াংথানলুই হালাম। অন্যান্য দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তারা যখন দিনের মত মঙ্গলবারও সকাল ৮টা ওই পার্কের সামনে পৌছান নাগাদ স্বামীকে সাথে নিয়ে টিআর০৫এ১৫২৯ নম্বরের একটি সন্তানদের বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন লরির চাকার নিচে পড়ে যান ওই মহিলা। উদ্দেশ্য ছিল লিয়াংথানলুই হালাম। স্বামী এবং দই সন্তান ওই সময় রাস্তার অপর ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে পৌছে দেবেন। টিআর০২এফ৮৩৪১ পাশে ছিলেন। তারা ঘটনাটি দেখে নম্বরের স্বামীর বাইকে চেপে কোনো কিছু বুঝে উঠতে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যান। পারছিলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সামনে কি ঘটে গেল তা কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাদের আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। হয়তো বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যায়। কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি তারা তিনজন ছুটে এসে দেখতে লিয়াংথানলুই হালামের আর স্বামী পান লিয়াংথানলুই হালাম এবং সন্তানদের সাথে বিদ্যালয়ে একেবারে সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়া হবে না। স্বামী এবং দই

মৃত্যুর ঘটনাটি মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। দুই এরপর দুইয়ের পাতায়

রাস্তায় পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক লিয়াংথানলুই হালামকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পানিসাগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর ৮৩/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮ / ৩০৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত লরি চালককেও গ্রেফতার করেছে বলে খবর। জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বামী এবং দুই সস্তানের সামনে মহিলার প্রত্যক্ষদর্শীরাও হতবাক হয়ে পড়েন। মৃতার পরিবারের সদস্যরা ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারা লিয়াংথানলুই হালামের

ভরি ঃ ৫৬,৯৩৩ সমস্যার সমাধান মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৮.৮০০

বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

বদ্যালয়ের ব্যাজের রং গেরুয়া

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সাথেই একটি রং জড়িয়ে আছে। আর রং নিয়েই হয় রাজনীতি। কিন্তু কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি এই রং লেগে যায় তা অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদের! কারণ সরকারে কোনও দলই চিরকাল থাকে না। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। আর তার সাথে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক রং-এ জড়িয়ে পড়ে তাহলে আগামী প্রজন্ম কী শিখবে ? এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। আইসার তরফে একটি বিষয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. উত্থাপন করে বলা হয়েছে, ত্রিপরা আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতন সেশন ২০২১-২২ইং শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে মাস্টার ডিগ্রি আইএমডি আন্ডার গ্রাজয়েট কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিচয়পত্র পেয়েছেন। পাশাপাশি, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাজ দেওয়া হচ্ছে। আইসার তরফে গোটা বিষয়গুলো তুলে ধরে বলা হয়েছে, যে ব্যাজ দেওয়া হয়েছে সেটিতে একটি নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে কৌশিক দাস বলেন এখন প্রশ্ন হলো, ত্রিপুরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল লোগোর রঙ পাল্টে দিয়ে গেরুয়া রং দিয়ে ব্যাজ বানানো হচ্ছে

কেন? তিনি দাবি করেছেন, যে ব্যাজ দেওয়া হয়েছে সেটি গেরুয়া রং-এর। সম্প্রতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বিজেপির দলীয় জনসমাবেশে উপস্থিত হতে प्रिचा रशर वरल मावि करत्रन কৌশিক দাস। তিনি এও জানিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্রের খবর থেকে জানা যায় বৰ্তমান ভাইস চ্যান্সেলর গঙ্গাপ্রসাদ আরএসএস ঘরানার লোক। এটা স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আদর্শ প্রচার করার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে

কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা কিংবা ছক কষা নিত্যদিনের কাজ হয়ে গেছে। এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন হল আজকে বিজেপি সরকার আছে কালকে যদি কংগ্রেস সরকার আসে তাহলে কি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো কিংবা তার রং পাল্টে যাবে ? তাহলে কি কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কিংবা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ? প্রশ্ন ছাত্রছাত্রী তথা জনমনে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যার নিজস্ব আইন, এরপর দুইয়ের পাতায়





২২ শে নভেম্বর থেকে নিয়মিত রোগী দেখবেন

সোমবার থেকে শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত। সাপ্তাহিক বন্ধ ঃ- রবিবার For Booking :-

Milansangha near Mouchak club 8256997699

education world Consultancy NIOS: X- Xii BA, B.COM,B.ed, M.ed. B.SC, MA, M.COM, M.SC LLB, B.TECH, M.TECH UKRAINE -16L. BBA,MBA, POLYTECHNICH BANGLASEH -21L. CANADA # 1-31L. FIRE & SEFETY, FASHION DESIGN. AUSTRALIA 500 - 30L PARAMEDICAL, Ph.D., YOGA. PHILIPPINE _____ - 17L. কোৰ্স IGNOU 3 বন্যন্ত University ☑ Distance /Regular a Marks BDS-8L.BAMS-10L. Improvement क्ष बन ठरी बनादा रहा।

PHARM.D-10L. BHMS-9L. ঔষধের দোকানের লাইসেন্সের জন্য D. Pharma Course এ ভর্তির বিশেষ সুযোগ রয়েছে। Agartala - Colonel Chowmuhani Ker Chowmuhani

Contact:9862622076/9862622086/8837335227

JYOTI BRICKS **INDUSTRICS** <u>Jirania</u>

সঠিক দামে উন্নতমানের সকল প্রকারের ইট পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন—

- 977406076°

9612529155

Ram Bricks **Industrics**

<u>Jirania</u> ইটের জন্য কোম্পানীর

একমাত্র নিজস্ব এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। Mob - 7640085418

হারানো বিজ্ঞপ্তি

সেকেরকোট থেকে অটো করে আগরতলা যাওয়ার পথে ফাইলে থাকা গুরুত্ব পূর্ণ কাগজপত্র অটোতে রেখে বটতলায় নেমে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই অটোকে পায়নি। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকে সেই কাগজপত্র ফাইলটি এই নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রাখছে -

(M) 9862435384 9863078339

নিবেদক ঃ দুলাল সাহা এবং তার স্ত্রী অনামিকা সাহা, সেকেরকোট।

'মুখ্যমন্ত্ৰী বাল সেবা স্কীম'

কোভিড-১৯ এর কারণে যেসব শিশু তাদের পিতামাতা অথবা বৈধ অভিভাবক হারিয়েছে, তাদেরকে আর্থিক এবং শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা করা 'মুখ্যমন্ত্রী বাল সেবা স্কীম' এর মূল উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা

√ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী য়েসব শিশু কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের পিতামাতা/আইনী অভিভাবক/ দত্তক নেওয়া পিতামাতাকে হারিয়েছে, সেইসব শিশুরা এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

🗸 এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিশু আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে।

√ এই সমস্ত অনাথ শিশুর দেখভালের জন্য সক্ষম আইনী অভিভাবককে প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ৩,৫০০ টাকা দেয়া

√ সেই সমস্ত শিশু যাদের কোনো অভিভাবক নেই তারা ত্রিপুরার যে কোনো চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশানে থাকতে পারবে।

√ এই প্রকল্পের অধীনস্থ মেয়েদের আঠারো বছর পূর্ণ হলে, আবেদনক্রমে বিয়ের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পের অধীনস্থ সুবিধাভোগী যখন একাদশ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা যারা ইতিমধ্যে একাদশ/ দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে তাদের পড়াশোনার জন্য আবেদনক্রমে ল্যাপটপ/ ট্যাব দেয়া হবে।

আরো বিস্তারিত জানতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকার বা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের জেলা পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতর কর্তৃক প্রচারিত Please visit departmental website - social welfare.tripuragov.in

Kumarghat NP ICDS Project Kumarghat, Unakoti, Tripura.



শুভ প্রথম বিবাহবার্ষিকী



- अक्रांत्र अविश्व अविष्ठ अविष्य अविष्ठ अव
- * कान कांगे एँ ज़ा तन्हें, कान कांने तन्हें
- * पूर्वन श्वांत्र मखावना तिश्
- 🗯 আগের মত উদ্যম এবং পুরুষত্ব বজায় থাকে
- * नजून পদ্ধতিতে পুরুষদের निरीष्ठकत्रन, একই উদ্যম, একই আনন্দ!

विश्वादिञ विवद्गलद जतुर आपताद तिकहेवजी श्वाङ्गरकम् वा চिकिश्मरकद मान रागाराम करूत :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, ত্রিপুরা

www.health.tripura.gov.in http:// tripuranrhm.gov.in www.facebook.com / nhmtripura

